Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

জিহাদের গুরুত্ব ফজিলত ও প্রয়োজনীয়তা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তাবাচ্ছুম তুরিন

রোলঃ 23100121159

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

জিহাদের গুরুত্ব ফজিলত ও প্রয়োজনীয়তা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তাবাচ্ছুম তুরিন

রোলঃ 23100121159

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " জিহাদের গুরুত্ব ফজিলত ও প্রয়োজনীয়তা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে তাবাচ্ছুম তুরিন, আইডিঃ 23100121159 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " জিহাদের গুরুত্ব ফজিলত ও প্রয়োজনীয়তা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা মাহবুবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

তাবাচ্ছুম তুরিন

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

তাবাচ্ছুম তুরিন

আইডিঃ 23100121159

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

"ভূমিকা" 5

অধ্যায়–১:জিহাদের শাব্দিক ও পারিভাষিক পরিচয়। 5

অধ্যায়–২:জিহাদ ও কিতাল- ধারণাগত বিশ্লেষণ 6

অধ্যায়–৩: জিহাদ ঐতিহাসিক পটভূমি। 8

অধ্যায়–৪:জিহাদের প্রকারভেদ.....10

অধ্যায়–৫: ব্যাক্তি জীবনে জিহাদের গুরুত্ব।.....12

অধ্যায়–৬:সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে গুরুত্ব.....15

অধ্যায়–৭:কুরআনের আলোকে জিহাদের গুরুত্ব 19

অধ্যায়–৮: হাদিসের আলোকে জিহাদের গুরুত্ব ও ফজিলত.....22

অধ্যায়–৯:জিহাদের শরঈ শর্তাবলি.....23

"অধ্যায়–১০" জিহাদের সিমারেখা ও নৈতিকতা : 27

অধ্যায়–১১:জিহাদ বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা ও তার প্রতিকার.....31

"অধ্যায়–১২" বর্তমান বিশ্বে জিহাদের সঠিক রুপরেখা:.....36

"অধ্যায়–১৩" মুজাহিদের গুণাবলি ও দায়িত্ব.....42

"অধ্যায়–১৪" ইসলামে শহিদদের মর্যাদা 44

জিহাদ ত্যাগের পরিনিতি.....46

উপসংহার 55

“ভূমিকা”

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ

“তোমরা আল্লাহর পথে যথাযথ জিহাদ কর।”

কুরআন:সূরা সূরা হজ্জ ২২:৭৮

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এই দ্বীন প্রতিষ্ঠা, সংরক্ষণ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যে সর্বাত্মক চেষ্টা ও সংগ্রাম করা হয়, তাকেই জিহাদ বলা হয়।ইসলামের দৃষ্টিতে জিহাদ কেবল যুদ্ধের নাম নয়; বরং নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, অন্যায়ের প্রতিবাদ, সত্য প্রতিষ্ঠা, দ্বীনের দাওয়াত ও আত্মশুদ্ধির প্রচেষ্টাও জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিহাদের মর্যাদা ও ফজিলত সম্পর্কে বহু হাদিসে বর্ণনা করেছেন। তিনি জিহাদকে ইসলামের শীর্ষ চূড়া হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

অধ্যায়–১:জিহাদের শাব্দিক ও পারিভাষিক পরিচয়।

জিহাদ” শব্দটি আরবি جِهَادٌ (জিহাদুন) শব্দ থেকে এসেছে। অর্থাৎ জিহাদ অর্থ সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করা, কঠোর পরিশ্রম করা, সাধনা করা বা সংগ্রাম করা।নিজের সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা করা।সুতরাং জিহাদের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে কোনো লক্ষ্য অর্জনের জন্য সর্বোচ্চ শক্তি ও সামর্থ্য ব্যয় করা।

ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় “জিহাদ” বলতে বোঝায় —আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে দ্বীন প্রতিষ্ঠা, সংরক্ষণ ও সত্যের বিজয়ের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা ও সংগ্রাম করা।ফিকহের কিতাবসমূহে জিহাদকে বিশেষভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে—
আল্লাহর কালিমাকে সমুন্নত করার জন্য কাফির ও জালিম শক্তির বিরুদ্ধে বৈধ ও শরীয়তসম্মত সংগ্রাম করা।

তবে মনে রাখতে হবে, পারিভাষিক জিহাদ কেবল যুদ্ধের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি বিভিন্ন প্রকার হতে পারে, যেমনঃ

১.নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ

২.শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ

৩.দাওয়াত ও জ্ঞানের মধ্যমে জিহাদ

৪.প্রয়োজনে রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের অধীনে সশস্ত্র জিহাদ ইত্যাদি।

অধ্যায়–২:জিহাদ ও কিতাল- ধারণাগত বিশ্লেষণ

ইসলামী শরীয়তের আলোচনায় "জিহাদ" ও "কিতাল" দুটি গুরুত্বপূর্ণ ও বহুল আলোচিত পরিভাষা। সমসাময়িক বিশ্বে এই শব্দদ্বয় প্রায়ই ভুলভাবে উপস্থাপিত হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে এগুলোকে সমার্থক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এই দুটি ধারণার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। এই অধ্যায়ে জিহাদ ও কিতালের ভাষাগত ও পারিভাষিক অর্থ, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, পার্থক্য এবং প্রয়োগক্ষেত্র কুরআন ও হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ করা হবে।

ইসলামী পরিভাষায় জিহাদ বলতে বোঝায় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো।

কুরআনে বলা হয়েছে:

"وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا"

অর্থ: "তুমি এর (কুরআনের) মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে বড় জিহাদ কর।" (সূরা আল-ফুরকান ২৫:৫২)

এই আয়াতে জিহাদকে জ্ঞান ও দাওয়াতের মাধ্যমে পরিচালিত সংগ্রাম হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা প্রমাণ করে যে জিহাদ শুধুমাত্র যুদ্ধ নয়।

অন্যদিকে "কিতাল" শব্দটি "قَاتَلَ" ধাতু থেকে এসেছে, যার অর্থ যুদ্ধ করা বা লড়াই করা। ইসলামী পরিভাষায় কিতাল বলতে বোঝায় নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে সশস্ত্র যুদ্ধ। কুরআনে বলা হয়েছে:

"وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا"

অর্থ: "যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তোমরা আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, কিন্তু সীমালঙ্ঘন করো না।" (সূরা আল-বাকারা ২:১৯০)

এই আয়াত স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে কিতাল একটি প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা এবং এতে সীমা লঙ্ঘন নিষিদ্ধ।

জিহাদের ধারণা অত্যন্ত বিস্তৃত। এটি আত্মশুদ্ধি থেকে শুরু করে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত বিস্তৃত একটি প্রক্রিয়া।

অন্যদিকে কিতাল একটি সীমিত ও নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে অনুমোদিত। ইসলামে কিতাল কখনোই আগ্রাসী উদ্দেশ্যে বৈধ নয়; বরং এটি আত্মরক্ষা ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কুরআনে বলা হয়েছে:

"أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا"

অর্থ: "যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে, তাদেরকে (যুদ্ধের) অনুমতি দেওয়া হয়েছে, কারণ তারা অত্যাচারিত হয়েছে।" (সূরা আল-হজ্জ ২২:৩৯)

এ আয়াত প্রমাণ করে যে কিতাল একটি প্রতিরক্ষামূলক অনুমতি, যা অন্যায় প্রতিরোধের জন্য দেওয়া হয়েছে।

ইসলামে কিতালের ক্ষেত্রে কঠোর নৈতিক বিধান রয়েছে। রাসূল ﷺ যুদ্ধের সময় নির্দেশ দিতেন:

নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের হত্যা না করতে, গাছপালা ধ্বংস না করতে এবং বিশ্বাসঘাতকতা না করতে। (সহিহ মুসলিম)

এসব নির্দেশনা থেকে স্পষ্ট হয় যে ইসলাম যুদ্ধের মধ্যেও মানবিকতা ও নৈতিকতার গুরুত্ব আরোপ করেছে।

জিহাদ ও কিতালের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে জিহাদ একটি বিস্তৃত ধারণা, যার একটি অংশ হলো কিতাল। অর্থাৎ প্রত্যেক কিতাল জিহাদের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু প্রত্যেক জিহাদ কিতাল নয়। এই পার্থক্যটি অনুধাবন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা বিকৃত হওয়া থেকে রক্ষা পায়।

বর্তমান বিশ্বে "জিহাদ" শব্দটি অনেক সময় ভুলভাবে উপস্থাপিত হয় এবং এটি সহিংসতার প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অথচ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা অনুযায়ী জিহাদ হলো আত্মসংযম, নৈতিক উন্নয়ন এবং সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠার একটি ইতিবাচক প্রচেষ্টা। পরিশেষে বলা যায়, জিহাদ ও কিতাল ইসলামের দুটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হলেও তাদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। জিহাদ একটি সার্বিক ও বিস্তৃত সংগ্রাম, যেখানে কিতাল একটি নির্দিষ্ট ও সীমিত পরিস্থিতির কার্যক্রম। কুরআন ও হাদিসের আলোকে এই ধারণাগুলো সঠিকভাবে অনুধাবন করা জরুরি, যাতে ইসলামের প্রকৃত বার্তা সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়।

অধ্যায়–৩: জিহাদ ঐতিহাসিক পটভূমি।

জিহাদের ধারণা ইসলামের সূচনা পর্ব থেকেই ধাপে ধাপে বিকশিত হয়েছে এবং এর প্রকৃতি সময় ও প্রেক্ষাপট অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে, বিশেষ করে মক্কী যুগে, জিহাদের মূল রূপ ছিল ধৈর্য, সহনশীলতা এবং আত্মসংযম। এ সময় মুসলমানরা সামাজিক ও ধর্মীয় নির্যাতনের শিকার হলেও তাদেরকে কোনো প্রকার সশস্ত্র প্রতিরোধের অনুমতি দেওয়া হয়নি। বরং তাদেরকে আত্মসংযম প্রদর্শন এবং ইবাদতে মনোযোগী হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কুরআনের নির্দেশ—

"كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ"

(সূরা আন-নিসা ৪:৭৭)—

এই প্রেক্ষাপটে উল্লেখযোগ্য, যা মুসলমানদেরকে সংঘর্ষ এড়িয়ে চলার শিক্ষা দেয়। মক্কী যুগে জিহাদের এই ধৈর্যনির্ভর রূপ মূলত একটি আধ্যাত্মিক ও নৈতিক সংগ্রাম ছিল। এ সময় জিহাদ বলতে বোঝানো হয়েছে নিজের নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, দ্বীনের দাওয়াত প্রদান এবং অন্যায়ের মুখে ধৈর্য ধারণ করা। কুরআনের নির্দেশ—

"فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا" (সূরা আল-মা'আরিজ ৭০:৫)—

এই ধৈর্যভিত্তিক জিহাদের প্রতিফলন।

পরবর্তীতে মদিনায় হিজরতের মাধ্যমে মুসলমানরা একটি সংগঠিত সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো অর্জন করে। এই নতুন বাস্তবতায় তাদের ওপর বহিরাগত আক্রমণ এবং অস্তিত্বের হুমকি সৃষ্টি হলে জিহাদের একটি নতুন রূপ, অর্থাৎ কিতালের অনুমতি প্রদান করা হয়।

কুরআনে বলা হয়েছে—

"أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا" (সূরা আল-হজ্জ ২২:৩৯)—

যা নির্দেশ করে যে যুদ্ধের অনুমতি অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া হিসেবে দেওয়া হয়েছে। মদিনী যুগে জিহাদ প্রতিরক্ষামূলক চরিত্র ধারণ করে এবং এটি একটি সুসংগঠিত নীতিমালার অধীনে পরিচালিত হয়। কুরআনের নির্দেশ—

"وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا"

(সূরা আল-বাকারা ২:১৯০)—

স্পষ্টভাবে বলে দেয় যে কিতাল সীমালঙ্ঘনবিহীন এবং ন্যায়সঙ্গত হতে হবে। এর মাধ্যমে বোঝা যায় যে ইসলামে যুদ্ধ একটি নিয়ন্ত্রিত ও নৈতিকভাবে সীমাবদ্ধ কার্যক্রম।

রাসূল ﷺ এর জীবদ্দশায় সংঘটিত যুদ্ধসমূহ যেমন বদর, উহুদ এবং খন্দকের যুদ্ধ—এসবই মূলত প্রতিরক্ষামূলক ছিল এবং মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে সংঘটিত হয়েছিল। এসব যুদ্ধে কঠোর নৈতিক বিধান অনুসরণ করা হয়েছে। রাসূল ﷺ যুদ্ধের সময় নারী, শিশু, বৃদ্ধ এবং নিরস্ত্র ব্যক্তিদের হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন এবং গাছপালা ও সম্পদ ধ্বংস না করার নির্দেশ দিয়েছেন। (সহিহ মুসলিম)

খিলাফায়ে রাশেদার যুগে জিহাদের ধারণা আরও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। এ সময় ইসলামী রাষ্ট্রের সম্প্রসারণ ঘটে, তবে এর সাথে প্রশাসনিক ন্যায়বিচার, আইনশৃঙ্খলা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করার বিষয়টি যুক্ত ছিল। জিহাদের উদ্দেশ্য হিসেবে অত্যাচার দূর করা, মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সমাজে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা গুরুত্ব পায়।

পরবর্তী উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগে জিহাদের ধারণা কিছু ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও সাম্রাজ্যিক প্রেক্ষাপটে ব্যবহৃত হতে শুরু করে। এর ফলে জিহাদের মূল নৈতিক ও প্রতিরক্ষামূলক উদ্দেশ্য কখনো কখনো আংশিকভাবে আড়াল হয়ে যায়। তবে ইসলামী পণ্ডিতরা সবসময় জিহাদের মৌলিক নীতিমালা—ন্যায়, সংযম এবং সীমাবদ্ধতার ধারণা—অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করেছেন।

ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, জিহাদ একটি স্থির ধারণা নয়; বরং এটি সময়, পরিস্থিতি এবং প্রয়োজন অনুযায়ী রূপান্তরিত হয়েছে। মক্কী যুগে এটি ছিল আধ্যাত্মিক ও ধৈর্যনির্ভর, মদিনী যুগে প্রতিরক্ষামূলক সামরিক রূপ লাভ করে, এবং পরবর্তী যুগগুলোতে এটি রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কাঠামোর অংশে পরিণত হয়। এই ধারাবাহিক বিকাশ বোঝার মাধ্যমে জিহাদের প্রকৃত স্বরূপ স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব।

অধ্যায়–৪:জিহাদের প্রকারভেদ

জিহাদ একটি বহুমাত্রিক ও বিস্তৃত ধারণা, যা কেবল সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং মানুষের ব্যক্তিগত, নৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ রয়েছে। ইসলামী শিক্ষায় জিহাদকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভাগ করা হয়েছে, যাতে এর প্রকৃত পরিধি ও তাৎপর্য সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ : জিহাদুন নফস বা নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তর। এটি মানুষের অভ্যন্তরীণ সংগ্রাম, যেখানে ব্যক্তি তার কামনা-বাসনা, লোভ, অহংকার ও পাপপ্রবণতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এই জিহাদকে আধ্যাত্মিক উন্নতির মূল ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। রাসূল ﷺ বলেছেন:

"المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله"

অর্থ: "প্রকৃত মুজাহিদ সে-ই, যে আল্লাহর আনুগত্যে নিজের নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে।" (তিরমিযী)

শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ: শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, যেখানে ব্যক্তি শয়তানের প্ররোচনা, বিভ্রান্তি ও কুমন্ত্রণার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। কুরআনে শয়তানকে মানুষের প্রকাশ্য শত্রু হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে—

"إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا" (সূরা ফাতির ৩৫:৬)।

এই প্রেক্ষাপটে শয়তানের প্রভাব থেকে নিজেকে রক্ষা করাও জিহাদের অন্তর্ভুক্ত।

জ্ঞান ও লিখার মাধ্যমে জিহাদ: জিহাদ বিল-ইলম ও বিল-কলম (জ্ঞান ও লেখনীর মাধ্যমে জিহাদ) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে সত্য প্রতিষ্ঠা, মিথ্যার প্রতিবাদ এবং দ্বীনের সঠিক শিক্ষা প্রচার করা হয়।মানুষকে সত্যের পথে আহ্বান করা এবং যুক্তি ও প্রমাণের মাধ্যমে ভ্রান্ত ধারণার প্রতিবাদ করা। এটি বর্তমান যুগে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সমাজে পরিবর্তন আনতে জ্ঞান ও সচেতনতার ভূমিকা অপরিসীম। এই ধরনের জিহাদ শান্তিপূর্ণ ও গঠনমূলক, যা মানবকল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।কুরআনে বলা হয়েছে—

"وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا" (সূরা আল-ফুরকান ২৫:৫২),

যা কুরআনের মাধ্যমে যুক্তি ও জ্ঞানের সাহায্যে সংগ্রামের প্রতি ইঙ্গিত করে। বর্তমান যুগে এই ধরনের জিহাদ বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ জ্ঞান ও তথ্যই সমাজ পরিবর্তনের প্রধান মাধ্যম।

সম্পদের মাধ্যমে জিহাদ:

জিহাদ বিল-মাল (সম্পদের মাধ্যমে জিহাদ) ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্ববহ। আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করা, দরিদ্র ও অসহায়দের সাহায্য করা এবং দ্বীনের কাজে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা এই জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। কুরআনে বহু স্থানে সম্পদ ও প্রাণ দিয়ে জিহাদের কথা একসাথে উল্লেখ করা হয়েছে—

"وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ" (সূরা আত-তাওবা ৯:৪১)।

কথার মাধ্যমে জিহাদ:

জিহাদ বিল-লিসান (কথার মাধ্যমে জিহাদ) হলো সত্য কথা বলা, অন্যায়ের প্রতিবাদ করা এবং মানুষকে সৎ পথে আহ্বান করা। **রাসূল ﷺ বলেছেন:**

"সর্বোত্তম জিহাদ হলো অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য কথা বলা।" (আবু দাউদ)

এই ধরনের জিহাদ সমাজে ন্যায় ও নৈতিকতা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সশস্ত্র জিহাদ:

জিহাদ বিল-সাইফ বা কিতাল (সশস্ত্র জিহাদ) জিহাদের একটি নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ অংশ। এটি তখনই বৈধ হয়,যখন মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করা হয় বা তারা নিপীড়নের শিকার হয়।এটি ব্যক্তিগত উদ্যোগে নয়; বরং বৈধ রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের অধীনে পরিচালিত হতে হয়। এর উদ্দেশ্য হলো আত্মরক্ষা, নিপীড়নের প্রতিরোধ এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠা। ইসলামে এই ধরনের জিহাদের ক্ষেত্রেও কঠোর নৈতিক বিধান রয়েছে, যেমন নিরপরাধ ব্যক্তিদের ক্ষতি না করা, সীমালঙ্ঘন না করা এবং শান্তির সুযোগ সৃষ্টি হলে তা গ্রহণ করা।কুরআনে বলা হয়েছে।

"وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا"

(সূরা আল-বাকারা ২:১৯০),যা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে এই ধরনের জিহাদ প্রতিরক্ষামূলক এবং সীমালঙ্ঘন নিষিদ্ধ।

উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে জিহাদ একটি সমন্বিত ধারণা, যার বিভিন্ন স্তর রয়েছে এবং প্রতিটি স্তর মানুষের জীবনের ভিন্ন ভিন্ন দিককে প্রভাবিত করে। এর মাধ্যমে ব্যক্তি আত্মশুদ্ধি অর্জন করে, সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা হয় এবং প্রয়োজনে অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে ওঠে।

অধ্যায়–৫: ব্যাক্তি জীবনে জিহাদের গুরুত্ব।

ইসলামে জিহাদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত ও জীবনব্যবস্থা। জিহাদ বলতে শুধু যুদ্ধকে বোঝায় না; বরং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের নফস, শয়তান, অন্যায় ও পাপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাকেও জিহাদ বলা হয়। ব্যক্তি জীবনে জিহাদের গুরুত্ব অপরিসীম, কারণ এর মাধ্যমে একজন মানুষ আত্মশুদ্ধি, নৈতিক উন্নয়ন ও আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পারে।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

"আর যারা আমার পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথসমূহ দেখিয়ে দেই।"

— সূরা আল-আনকাবুত : ৬৯

এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহর পথে চেষ্টা ও সংগ্রামকারী ব্যক্তিকে আল্লাহ সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। ব্যক্তি জীবনে জিহাদ মানুষকে গুনাহ ও অন্যায় থেকে দূরে রাখে এবং সৎ ও ন্যায়পরায়ণ জীবন গঠনে সহায়তা করে। একজন ব্যক্তি যখন নিজের লোভ, রাগ, হিংসা ও কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, তখন তার চরিত্র সুন্দর হয় এবং সে একজন আদর্শ মানুষে পরিণত হয়।

জিহাদ মানুষের মধ্যে ধৈর্য, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও তাকওয়া সৃষ্টি করে। নামাজ আদায়, রোজা পালন, হারাম কাজ থেকে বিরত থাকা এবং সত্যের উপর অটল থাকার জন্য যে মানসিক সংগ্রাম করতে হয়, তা ব্যক্তি জীবনের জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। এর মাধ্যমে মানুষের ঈমান শক্তিশালী হয় এবং আল্লাহর প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধি পায়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

"প্রকৃত মুজাহিদ সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর আনুগত্যে নিজের নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করে।"

— সুনানে তিরমিযি

এই হাদিসে ব্যক্তি জীবনের জিহাদের প্রকৃত তাৎপর্য তুলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে আল্লাহর আদেশ মেনে চলাই প্রকৃত জিহাদ।

এছাড়াও ব্যক্তি জীবনের জিহাদ পরিবার ও সমাজ সংস্কারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একজন ব্যক্তি যখন নিজেকে সংশোধন করে, তখন তার প্রভাব পরিবার ও সমাজের উপর পড়ে। ফলে সমাজে ন্যায়, শান্তি ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়।

ব্যক্তি জীবনে আরো কিছু গুরুত্ব রয়েছে যেমন:

১. আত্মশুদ্ধি অর্জনে জিহাদের গুরুত্ব

ব্যক্তি জীবনে জিহাদের অন্যতম প্রধান গুরুত্ব হলো আত্মশুদ্ধি অর্জন। মানুষের অন্তরে নানা ধরনের খারাপ প্রবৃত্তি যেমন লোভ, হিংসা, অহংকার, রাগ ও কামনা-বাসনা বিদ্যমান থাকে। একজন মানুষ যখন এসব কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং নিজেকে আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী পরিচালিত করার চেষ্টা করে, তখন তার আত্মা পরিশুদ্ধ হয়। এই আত্মশুদ্ধির মাধ্যমেই একজন ব্যক্তি নৈতিক ও আদর্শবান মানুষে পরিণত হতে পারে।

২. তাকওয়া ও আল্লাহভীতি সৃষ্টি

জিহাদ মানুষের অন্তরে আল্লাহভীতি ও তাকওয়া সৃষ্টি করে। ব্যক্তি যখন নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে গিয়ে আল্লাহর আদেশ পালন করে এবং হারাম কাজ থেকে বিরত থাকে, তখন তার মধ্যে তাকওয়া বৃদ্ধি পায়। নামাজ, রোজা, সততা ও সৎকর্মের প্রতি অবিচল থাকা এক ধরনের জিহাদ, যা মানুষকে আল্লাহর আরও নিকটবর্তী করে।

৩. নৈতিক চরিত্র গঠনে ভূমিকা

জিহাদ একজন মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সত্যবাদিতা, ধৈর্য, সহনশীলতা, বিনয় ও ন্যায়পরায়ণতার মতো গুণাবলি জিহাদের চর্চার মাধ্যমে বিকশিত হয়। ব্যক্তি যখন নিজের রাগ নিয়ন্ত্রণ করে, অন্যায় থেকে বিরত থাকে এবং মানুষের সাথে উত্তম আচরণ করে, তখন তার চরিত্র উন্নত হয়।

৪. পাপ ও অন্যায় থেকে বিরত রাখে

মানুষের জীবনে শয়তান সবসময় খারাপ কাজের প্রতি প্ররোচনা দেয়। জিহাদের মাধ্যমে ব্যক্তি এসব প্রলোভনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ফলে সে মিথ্যা, প্রতারণা, ব্যভিচার, মাদকাসক্তি ও অন্যান্য গুনাহ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়। এভাবে জিহাদ ব্যক্তি জীবনকে পাপমুক্ত ও সুন্দর করে তোলে।

৫. ধৈর্য ও সহনশীলতা বৃদ্ধি

জীবনে বিভিন্ন দুঃখ-কষ্ট ও প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। এসব পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণ করা এবং সঠিক পথে অবিচল থাকা জিহাদের অংশ। জিহাদ মানুষকে মানসিকভাবে দৃঢ় ও সহনশীল করে তোলে। ফলে সে যেকোনো সংকট মোকাবিলা করার শক্তি অর্জন করে।

৬. আত্মনিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা শিক্ষা

জিহাদ মানুষের মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলাবোধ সৃষ্টি করে। ব্যক্তি যখন নিজের আবেগ, রাগ, লোভ ও প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে, তখন তার জীবনে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে সে দায়িত্বশীল ও সুশৃঙ্খল জীবনযাপন করতে পারে।

৭. সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করে

জিহাদ মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করে। একজন মুমিন ব্যক্তি সবসময় অন্যায়ের বিরোধিতা করে এবং সত্যের পক্ষে অবস্থান নেয়। সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করা ব্যক্তি জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ জিহাদ। এটি মানুষকে সাহসী ও ন্যায়পরায়ণ হতে সাহায্য করে।

৮. ঈমানকে শক্তিশালী করে

জিহাদের মাধ্যমে মানুষের ঈমান দৃঢ় হয়। কারণ আল্লাহর পথে সংগ্রাম করতে গেলে দৃঢ় ঈমানের প্রয়োজন হয়। ব্যক্তি য৮খন প্রতিনিয়ত আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের খারাপ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে, তখন তার ঈমান আরও মজবুত হয়।

৯. পরিবার ও সমাজ সংস্কারে সহায়তা

একজন ব্যক্তি যখন নিজেকে সংশোধন করে, তখন তার প্রভাব পরিবার ও সমাজের উপর পড়ে। একজন সৎ ও নৈতিক ব্যক্তি তার পরিবারকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে এবং সমাজে ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখতে সক্ষম হয়। এভাবে ব্যক্তি জীবনের জিহাদ সমাজ সংস্কারেরও মাধ্যম হয়ে ওঠে।

১০. আখিরাতে সফলতা অর্জনের উপায়

ইসলামে দুনিয়ার জীবনকে পরীক্ষার স্থান বলা হয়েছে। ব্যক্তি যখন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের নফস ও শয়তানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, তখন সে আখিরাতে সফলতার অধিকারী হওয়ার আশা করতে পারে। আল্লাহর পথে করা প্রতিটি জিহাদের প্রতিদান আখিরাতে প্রদান করা হবে।

পরিশেষে বলা যায়, ব্যক্তি জীবনে জিহাদ হলো আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক উন্নয়নের এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এটি মানুষকে আল্লাহভীরু, সৎ, ধৈর্যশীল ও আদর্শবান মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে। তাই প্রত্যেক মুসলিমের উচিত নিজের নফস ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সর্বদা জিহাদ চালিয়ে যাওয়া।

অধ্যায়–৬:সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে গুরুত্ব

ইসলামে জিহাদ কেবল ব্যক্তিগত ইবাদত বা আত্মশুদ্ধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনেও এর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। জিহাদের মূল উদ্দেশ্য হলো সত্য প্রতিষ্ঠা, অন্যায়ের প্রতিরোধ, মানুষের অধিকার রক্ষা এবং সমাজে শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। যখন ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র ইসলামের সঠিক আদর্শ অনুযায়ী পরিচালিত হয়, তখন সেখানে নিরাপত্তা, শৃঙ্খলা ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

“তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎকাজে বাধা দেবে।”

— সূরা আলে ইমরান : ১০৪

এই আয়াত সমাজ সংস্কার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের গুরুত্ব নির্দেশ করে। সমাজ জীবনে জিহাদ মানুষকে অন্যায়, দুর্নীতি, জুলুম ও অপরাধের বিরুদ্ধে সচেতন করে তোলে। যখন সমাজের মানুষ সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে অবস্থান নেয়, তখন সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়।

জিহাদের মাধ্যমে মানুষ অসৎকাজ, মাদক, ব্যভিচার, চুরি, প্রতারণা ও সামাজিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এর ফলে সমাজে শৃঙ্খলা ও পারস্পরিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও জিহাদ মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, সহযোগিতা ও মানবসেবার মানসিকতা সৃষ্টি করে, যা একটি আদর্শ সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

রাষ্ট্রীয় জীবনে জিহাদের গুরুত্ব আরও ব্যাপক। একটি রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা এবং জুলুম ও অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা। জিহাদ রাষ্ট্রকে দুর্নীতি, শোষণ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নিতে শিক্ষা দেয়। ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় জিহাদের উদ্দেশ্য ক্ষমতা দখল নয়; বরং মানুষের অধিকার রক্ষা ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

“জালিম শাসকের সামনে সত্য কথা বলা সর্বোত্তম জিহাদ।”

— সুনানে আবু দাউদ

এই হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, রাষ্ট্রীয় জীবনে জিহাদের অন্যতম দিক হলো সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে কথা বলা এবং জুলুমের প্রতিবাদ করা।

জিহাদ রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষাতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যখন কোনো রাষ্ট্রের উপর আক্রমণ আসে বা মানুষের ধর্মীয় ও মানবিক অধিকার হুমকির মুখে পড়ে, তখন তা রক্ষা করার জন্য সংগ্রাম করা বৈধ জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। এর মাধ্যমে জাতির স্বাধীনতা, মর্যাদা ও নিরাপত্তা বজায় থাকে।

এছাড়াও সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে জিহাদ মানুষের মধ্যে দায়িত্ববোধ, শৃঙ্খলা ও ঐক্য সৃষ্টি করে। একটি জাতি যখন সত্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ থাকে, তখন সে জাতি উন্নতি ও সফলতা অর্জন করতে পারে।

সমাজ ও রাষ্ট্রীয়ভাবে জিহাদের আরো কিছু গুরুত্ব রয়েছে যেমন:

গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ–

১. ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা
২. অন্যায় ও দুর্নীতি প্রতিরোধ
৩. সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা
৪. সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে অবস্থান
৫. রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা রক্ষা
৬. মানবাধিকার সংরক্ষণ
৭. জাতির মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি
৮. নৈতিক সমাজ গঠন
৯. দায়িত্ববোধ ও শৃঙ্খলা সৃষ্টি
১০. ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠা

১. ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা

জিহাদ সমাজ ও রাষ্ট্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। ইসলাম সবসময় জুলুম, শোষণ ও অবিচারের বিরোধিতা করে। যখন সমাজে ধনী-গরিব, শক্তিশালী-দুর্বল বা শাসক-জনগণের মধ্যে বৈষম্য ও অন্যায় সৃষ্টি হয়, তখন জিহাদ মানুষকে ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াতে শিক্ষা দেয়। এর মাধ্যমে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সমাজে সুবিচার নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

২. অন্যায় ও দুর্নীতি প্রতিরোধ

সমাজে যখন ঘুষ, দুর্নীতি, প্রতারণা, চুরি, মাদকাসক্তি ও বিভিন্ন অপরাধ বৃদ্ধি পায়, তখন সমাজ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়। জিহাদের শিক্ষা মানুষকে এসব অন্যায়

কাজের বিরুদ্ধে সচেতন করে এবং প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সাহায্য করে। একজন সচেতন মুসলিম সমাজের কল্যাণের জন্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় এবং সমাজকে কলুষমুক্ত করার চেষ্টা করে।

৩. সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা

জিহাদ সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কারণ জিহাদ মানুষকে দায়িত্বশীল, নৈতিক ও পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে শিক্ষা দেয়। যখন সমাজের মানুষ সত্যবাদী, সৎ ও ন্যায়পরায়ণ হয়, তখন সেখানে হিংসা, বিদ্বেষ ও বিশৃঙ্খলা কমে যায়। ফলে সমাজে স্থিতিশীলতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

৪. সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে অবস্থান

জিহাদ মানুষকে সত্য কথা বলা এবং ন্যায়ের পথে অটল থাকতে শিক্ষা দেয়। সমাজে অনেক সময় ভয় বা স্বার্থের কারণে মানুষ অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে চায় না। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করা একটি গুরুত্বপূর্ণ জিহাদ। এর মাধ্যমে মানুষ সাহসী ও নীতিবান হয়ে ওঠে এবং সমাজে ন্যায় ও সত্যের পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

৫. রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা রক্ষা

একটি রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তার স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা বজায় রাখা। যখন কোনো রাষ্ট্রের উপর আক্রমণ আসে বা জনগণের নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়ে, তখন রাষ্ট্রকে রক্ষা করার জন্য সংগ্রাম করা জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। এর মাধ্যমে দেশের সার্বভৌমত্ব বজায় থাকে এবং জনগণ নিরাপদ জীবনযাপন করতে পারে।

৬. মানবাধিকার সংরক্ষণ

জিহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষা করা। ইসলাম কখনো নিরপরাধ মানুষের উপর অত্যাচার সমর্থন করে না। বরং জিহাদ দুর্বল, অসহায় ও নির্যাতিত মানুষের পাশে দাঁড়াতে শিক্ষা দেয়। এর ফলে সমাজে মানবিক মূল্যবোধ ও ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

৭. জাতির মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি

জিহাদ মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, সহযোগিতা ও ঐক্যের শিক্ষা দেয়। একটি সমাজ বা রাষ্ট্র তখনই উন্নতি করতে পারে, যখন তার জনগণ ঐক্যবদ্ধ থাকে। জিহাদের মাধ্যমে মানুষ ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণে একসাথে কাজ করার মানসিকতা অর্জন করে। ফলে জাতির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক দৃঢ় হয়।

৮. নৈতিক সমাজ গঠন

জিহাদ সমাজকে নৈতিক অবক্ষয় থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে। যখন মানুষ সততা, ন্যায়পরায়ণতা, শালীনতা ও আদর্শিক মূল্যবোধ অনুসরণ করে, তখন একটি সুস্থ ও নৈতিক সমাজ গড়ে ওঠে। জিহাদ মানুষকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে এবং উত্তম চরিত্র গঠনে সহায়তা করে।

৯. দায়িত্ববোধ ও শৃঙ্খলা সৃষ্টি

জিহাদ মানুষের মধ্যে দায়িত্ববোধ, আত্মত্যাগ ও শৃঙ্খলার গুণ সৃষ্টি করে। সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য নাগরিকদের দায়িত্বশীল হওয়া অত্যন্ত জরুরি। জিহাদের মাধ্যমে মানুষ নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয় এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হয়।

১০. ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠা

জিহাদের মূল লক্ষ্য হলো সমাজ ও রাষ্ট্রে ইসলামের ন্যায়, সত্য, মানবতা ও শান্তির আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা। এটি মানুষকে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে উদ্বুদ্ধ করে। এর মাধ্যমে সমাজে ইনসাফ, নৈতিকতা ও মানবকল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং একটি আদর্শ রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

পরিশেষে বলা যায়, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে জিহাদ শান্তি, ন্যায়বিচার ও মানবকল্যাণ প্রতিষ্ঠার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এটি সমাজকে অন্যায় ও অবক্ষয় থেকে রক্ষা করে এবং রাষ্ট্রকে ন্যায়ভিত্তিক ও শক্তিশালী করে তোলে। তাই ইসলামের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গিতে জিহাদের শিক্ষা সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

অধ্যায়–৭:কুরআনের আলোকে জিহাদের গুরুত্ব

“আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তাদেরকে মৃত বলো না; বরং তারা জীবিত।”

— সূরা আল-বাকারা : ১৫৪

জিহাদ ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান এবং কুরআন মাজিদে বারবার এর গুরুত্ব আলোচনা করা হয়েছে। জিহাদ শব্দের অর্থ হলো চেষ্টা, সাধনা ও সংগ্রাম। ইসলামের দৃষ্টিতে জিহাদ কেবল যুদ্ধের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের নফস, শয়তান, অন্যায়, জুলুম ও বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাও জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। কুরআনে জিহাদকে ঈমানের প্রমাণ, দ্বীন প্রতিষ্ঠার মাধ্যম এবং মুসলিম উম্মাহর মর্যাদা রক্ষার উপায় হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে, আল্লাহ তাদের দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মান ও সফলতার সুসংবাদ দিয়েছেন।

কুরআনে বহু স্থানে জিহাদের গুরুত্ব, মর্যাদা ও ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে।যেমন:

আল্লাহ তাআলা বলেন—

“আর তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ কর, যেমন জিহাদ করা উচিত।”

— সূরা আল-হজ্জ : ৭৮

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের যথাযথভাবে জিহাদ করার নির্দেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ জিহাদ কোনো সাধারণ কাজ নয়; বরং এটি এমন একটি দায়িত্ব যা আন্তরিকতা, ত্যাগ ও ধৈর্যের সাথে পালন করতে হয়।

কুরআনের আলোকে জিহাদের অন্যতম গুরুত্ব হলো দ্বীন ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করা। ইসলাম মানুষের জীবনে ন্যায়বিচার, শান্তি ও সত্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়। কিন্তু যখন বাতিল শক্তি ইসলামের পথে বাধা সৃষ্টি করে, তখন জিহাদের মাধ্যমে সেই বাধা দূর করা হয়।

জিহাদের মাধ্যমে মুসলমানদের ঈমানের দৃঢ়তা প্রকাশ পায়। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জান-মাল উৎসর্গ করে, তারা প্রকৃত মুমিন হিসেবে পরিচিত হয়। কুরআনে বলা হয়েছে—

“নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে।”

— সূরা আত-তাওবা : ১১১

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, জিহাদ আল্লাহর সাথে এক মহামূল্যবান লেনদেন, যেখানে মুমিন তার জীবন ও সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে জান্নাত লাভের আশা করে।এখানে আল্লাহ বলেছে জান এবং মাল ক্রয় করেছেন জন্নাতের মধ্যমে জিহাদ ই একমাত্র ইবাদত যেখানে আল্লাহ বলেছেন কিছু বিনিময় সরাসরি জান্নাত

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন—

“ফিতনা দূর না হওয়া পর্যন্ত এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর।”

— সূরা আল-বাকারা : ১৯৩

এই আয়াতে জিহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে “ফিতনা” বলতে এমন অত্যাচার, জুলুম ও বাধাকে বোঝানো হয়েছে, যা মানুষকে আল্লাহর পথে চলতে বাধা দেয়। ইসলাম কখনো অন্যায় ও অত্যাচারকে সমর্থন করে না। যখন বাতিল শক্তি মানুষের স্বাধীনভাবে দ্বীন পালন করার অধিকার কেড়ে নেয়, তখন জিহাদের মাধ্যমে সেই জুলুম প্রতিহত করা হয়। তাই জিহাদ মানুষের উপর নির্যাতন বন্ধ করা এবং সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, ইসলামে জিহাদের উদ্দেশ্য ক্ষমতা দখল নয়; বরং সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা।

জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে।”

— সূরা আত-তাওবা : ১১১

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুমিনদের মর্যাদা ও জিহাদের প্রতিদান অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। একজন মুমিন যখন আল্লাহর পথে নিজের জীবন ও সম্পদ ব্যয় করে, তখন আল্লাহ তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দেন। এটি মূলত আল্লাহর সাথে বান্দার এক মহান লেনদেন। দুনিয়ার মানুষ সামান্য লাভের জন্য কত কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করে, অথচ মুমিন আল্লাহর সন্তুষ্টি ও চিরস্থায়ী জান্নাত লাভের আশায় জিহাদ করে। এই আয়াত মুসলমানদের মাঝে আত্মত্যাগ, সাহস ও আল্লাহর প্রতি গভীর ভালোবাসা সৃষ্টি করে।

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন—

“তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহর পথে এবং দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে যুদ্ধ করো না?”

— সূরা আন-নিসা : ৭৫

এই আয়াতে জিহাদের মানবিক দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। ইসলাম অত্যাচারিত ও দুর্বল মানুষের পাশে দাঁড়ানোর শিক্ষা দেয়। যখন কোনো জাতি, নারী বা শিশু জুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়, তখন তাদের রক্ষা করা মুসলমানদের দায়িত্ব। জিহাদ শুধু মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্য নয়; বরং পৃথিবীতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং মজলুমদের সাহায্যের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, ইসলাম কাপুরুষতা বা নির্লিপ্ততাকে সমর্থন করে না। বরং মুসলমানদেরকে সাহসিকতার সাথে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে উৎসাহিত করে।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

“যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, তারা আল্লাহর কাছে মর্যাদায় অনেক বড়।”

— সূরা আত-তাওবা : ২০

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা জিহাদকারীদের মর্যাদা বর্ণনা করেছেন। একজন ব্যক্তি যখন ঈমান আনার পর আল্লাহর পথে কষ্ট সহ্য করে এবং দ্বীনের জন্য সংগ্রাম করে, তখন আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। দুনিয়াতে মানুষ পদ-মর্যাদা ও সম্মানের জন্য চেষ্টা করে, কিন্তু প্রকৃত সম্মান হলো আল্লাহর কাছে মর্যাদাবান হওয়া। জিহাদ মানুষের চরিত্রকে শক্তিশালী করে, ধৈর্য ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে এবং তাকে আল্লাহর নিকটবর্তী বানায়।

কুরআনের আলোকে জিহাদ মুসলিম সমাজকে দুর্বলতা ও বিভক্তি থেকে রক্ষা করে। যখন মুসলমানদের মাঝে জিহাদের চেতনা থাকে, তখন তারা সাহসী, আত্মমর্যাদাবান ও ঐক্যবদ্ধ থাকে। পক্ষান্তরে জিহাদের শিক্ষা ভুলে গেলে মুসলিম সমাজে ভয়, কাপুরুষতা ও অপমান সৃষ্টি হয়। তাই জিহাদ মুসলিম উম্মাহর শক্তি ও সম্মান রক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

জিহাদ আত্মশুদ্ধিরও একটি বড় উপায়। মানুষ যখন নিজের নফসের খারাপ প্রবৃত্তি, গুনাহ ও শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচাযম অর্জন করতে পারে। তাই জিহাদ মানুষের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় জীবনকে সুন্দর ও পরিপূর্ণ করে তোলে।

সুতরাং কুরআনের আলোকে জিহাদ হলো সত্য, ন্যায় ও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সর্বাত্মক সংগ্রাম। এটি মুসলমানদের ঈমানকে শক্তিশালী করে, সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে, মজলুমদের সাহায্য করে এবং মুসলিম উম্মাহর মর্যাদা ও শক্তি বজায় রাখে। যারা

আল্লাহর পথে জিহাদ করে, আল্লাহ তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

অধ্যায়–৮: হাদিসের আলোকে জিহাদের গুরুত্ব ও ফজিলত

হাদিসে জিহাদের অনেক ফজিলত ও মর্যাদার কথা বর্ণিত হয়েছে। ইসলামে জিহাদকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। কারণ এর মাধ্যমে সত্য প্রতিষ্ঠা, দ্বীনের সংরক্ষণ এবং জুলুম প্রতিরোধ করা হয়।

হাদিসে আরও এসেছে যে, আল্লাহ তাআলা মুজাহিদদের জন্য জান্নাতে বিশেষ মর্যাদা প্রস্তুত করে রেখেছেন।

SahihMuslim-এবর্ণিত হয়েছে, জান্নাতে এমন একশত স্তর রয়েছে যা আল্লাহ তাঁর পথে জিহাদকারীদের জন্য নির্ধারণ করেছেন।

এই মর্যাদা প্রমাণ করে যে, যারা দ্বীনের জন্য কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করে, আল্লাহ তাদের বিশেষ সম্মান দান করেন।

রাসূল ﷺ আরও বলেছেন যে, আল্লাহর পথে একদিন সকাল বা সন্ধ্যায় বের হওয়া দুনিয়া ও দুনিয়ার সমস্ত সম্পদের চেয়েও উত্তম। Sahih al-Bukhari-এর এই হাদিস জিহাদের সাওয়াব ও মর্যাদার বিশালতা প্রকাশ করে। দুনিয়ার সবকিছু ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু আল্লাহর পথে কষ্টের প্রতিদান চিরস্থায়ী ও মহামূল্যবান।

হাদিসে শহীদের মর্যাদাও অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করা হয়েছে। Jami' at-Tirmidhi-তে এসেছে, শহীদের সকল গুনাহ ক্ষমা করা হয়, ঋণ ছাড়া। এর মাধ্যমে বোঝা যায়, আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গকারীদের প্রতি আল্লাহ বিশেষ অনুগ্রহ করেন এবং তাদের জন্য মহাপুরস্কার নির্ধারণ করেন।

এছাড়াও হাদিসে জিহাদকে মুনাফিকির বিপরীত গুণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। Sahih **Muslim-এ রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি জিহাদ করেনি এবং অন্তরে জিহাদের আকাঙ্ক্ষাও রাখেনি, সে মুনাফিকির একটি শাখার উপর মৃত্যুবরণ করে।**

এই হাদিস মুসলমানদের মাঝে দ্বীনের জন্য ত্যাগ ও সংগ্রামের মানসিকতা গড়ে তোলার শিক্ষা দেয়।

সর্বোপরি, হাদিসের আলোকে জিহাদ মুসলমানের ঈমান, আত্মত্যাগ, সাহস ও আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার বাস্তব প্রকাশ। এটি সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে, অন্যায় দূর করে এবং একজন মুমিনকে আখিরাতমুখী জীবন গড়তে সাহায্য করে। তাই জিহাদের প্রকৃত শিক্ষা হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং মানবতার কল্যাণ নিশ্চিত করা

অধ্যায়–৯:জিহাদের শরঈ শর্তাবলি

ইসলামে জিহাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত ও দায়িত্ব হলেও এটি সম্পূর্ণভাবে শরীয়তের বিধান, নৈতিকতা ও নির্ধারিত সীমারেখার অধীন।জিহাদ মানে শুধু যুদ্ধ নয়; বরং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সত্য ও ন্যায়ের পথে সর্বোচ্চ চেষ্টা করাকেও জিহাদ বলা হয়। তবে যুদ্ধসংক্রান্ত জিহাদের ক্ষেত্রে ইসলাম কঠোর কিছু শর্ত আরোপ করেছে, যাতে অন্যায়, বিশৃঙ্খলা, নিরপরাধ মানুষের ক্ষতি ও ফিতনা সৃষ্টি না হয়। তাই যে কেউ নিজের ইচ্ছামতো জিহাদের ঘোষণা দিতে বা পরিচালনা করতে পারে না। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে নির্ধারিত কিছু শরঈ শর্ত পূরণ হলেই জিহাদ বৈধ ও গ্রহণযোগ্য হয়।জিহাদের উদ্দেশ্য কখনো বিশৃঙ্খলা, সন্ত্রাস বা অন্যায় রক্তপাত নয়; বরং সত্য প্রতিষ্ঠা, জুলুম প্রতিরোধ এবং মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। তাই ইসলাম জিহাদের জন্য কিছু নির্দিষ্ট শরঈ শর্ত নির্ধারণ করেছে, যাতে মানুষ আবেগ বা ব্যক্তিগত স্বার্থে নয়, বরং আল্লাহর নির্দেশনা অনুযায়ী সঠিক পদ্ধতিতে কাজ করে। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে এই শর্তগুলো মানা অত্যন্ত জরুরি; অন্যথায় কোনো যুদ্ধ বা সংঘর্ষ ইসলামী জিহাদ হিসেবে গণ্য হয় না।

জিহাদের শরঈ কিছু শর্তাবলি

১. ইখলাস বা বিশুদ্ধ নিয়ত

জিহাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো নিয়ত বিশুদ্ধ হওয়া। একজন মুমিনের উদ্দেশ্য হবে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং তাঁর দ্বীনকে সমুন্নত করা। ব্যক্তিগত প্রতিশোধ, ক্ষমতা দখল, জাতীয়তাবাদ, সম্পদ অর্জন বা মানুষের প্রশংসা লাভের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করলে তা ইসলামের দৃষ্টিতে জিহাদ নয়। কারণ ইসলাম প্রত্যেক আমলের ভিত্তি হিসেবে নিয়তকে গুরুত্ব দিয়েছে।

রাসূল ﷺ বলেন:

“যে ব্যক্তি আল্লাহর কালিমাকে সমুন্নত করার জন্য যুদ্ধ করে, সেই আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে।” — সহীহ বুখারী

এই হাদিস থেকে বোঝা যায়, বাহ্যিকভাবে যুদ্ধ করলেই তা জিহাদ হয় না; বরং অন্তরের উদ্দেশ্যই একটি কাজকে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য করে তোলে।

২. বৈধ ইসলামী নেতৃত্ব ও কর্তৃপক্ষের অনুমতি

ইসলামে জিহাদ ঘোষণা ও পরিচালনার দায়িত্ব বৈধ ইসলামী নেতৃত্বের ওপর ন্যস্ত। কারণ যুদ্ধ একটি বড় সিদ্ধান্ত, যার সঙ্গে মানুষের জীবন, সম্পদ ও সমাজের নিরাপত্তা জড়িত। যদি ব্যক্তি বা ছোট ছোট দল নিজেদের ইচ্ছামতো যুদ্ধ শুরু করে, তাহলে সমাজে বিশৃঙ্খলা, বিভক্তি ও ফিতনা সৃষ্টি হবে।

ইসলাম শৃঙ্খলা ও ঐক্যের ধর্ম। তাই জিহাদ এমনভাবে পরিচালিত হতে হবে যাতে মুসলিম সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ নিশ্চিত হয়। ইতিহাসে দেখা যায়, রাসূল ﷺ ও খোলাফায়ে রাশেদীন জিহাদকে সবসময় রাষ্ট্রীয় ও সংগঠিত ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিচালনা করেছেন।

৩. ন্যায়সঙ্গত কারণ থাকা

ইসলামে অন্যায় আগ্রাসন বা জবরদখল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। জিহাদ বৈধ হয় তখনই, যখন মুসলিমদের ওপর অত্যাচার করা হয়, দ্বীন পালনে বাধা দেওয়া হয় অথবা নিরাপত্তা বিপন্ন হয়। তাই জিহাদের মূল উদ্দেশ্য হলো জুলুম প্রতিরোধ এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠা।

আল্লাহ বলেন:

“তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর তাদের বিরুদ্ধে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে; কিন্তু সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।” — সূরা আল-বাকারাহ: ১৯০

এই আয়াত স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে ইসলাম কখনো সীমালঙ্ঘন বা অন্যায় যুদ্ধকে সমর্থন করে না। বরং ইসলাম ন্যায়বিচার ও মানবতার শিক্ষা দেয়।

৪. শক্তি, সামর্থ্য ও প্রস্তুতি থাকা

জিহাদের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি, সামরিক প্রস্তুতি ও সক্ষমতা থাকা আবশ্যক। অপ্রস্তুত অবস্থায় এমন যুদ্ধে জড়ানো, যাতে মুসলিমদের বড় ক্ষতি হয়, তা শরীয়তের দৃষ্টিতে সঠিক নয়। ইসলাম বাস্তবতা ও সামর্থ্যের প্রতি গুরুত্ব দেয়।

আল্লাহ বলেন:

“তোমরা তাদের মোকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি প্রস্তুত কর।” —

সূরা আল-আনফাল: ৬০

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, জিহাদ শুধু আবেগের বিষয় নয়; বরং পরিকল্পনা, প্রস্তুতি ও কৌশলের বিষয়ও বটে। মুসলিমদের নিরাপত্তা ও কল্যাণকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে।

৫. নিরপরাধ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা

ইসলাম মানবজীবনের মর্যাদাকে অত্যন্ত সম্মান করে। তাই নারী, শিশু, বৃদ্ধ, অসুস্থ, ধর্মীয় উপাসনায় নিয়োজিত ব্যক্তি এবং নিরস্ত্র সাধারণ মানুষকে হত্যা করা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

রাসূল ﷺ যুদ্ধের সময় সাহাবীদের নির্দেশ দিতেন যেন তারা নারী ও শিশুদের হত্যা না করে এবং অকারণে ক্ষতি না সাধন করে। এর মাধ্যমে বোঝা যায়, ইসলামের যুদ্ধনীতিও মানবিকতা ও দয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত।

***৬. ইসলামী নৈতিকতা ও আদব বজায়* রাখা**

জিহাদের সময়ও ইসলামী চরিত্র ও নৈতিকতা বজায় রাখা আবশ্যক। বিশ্বাসঘাতকতা, লাশ বিকৃত করা, গাছপালা ও ফসল ধ্বংস করা, নির্যাতন চালানো বা অপ্রয়োজনীয় ধ্বংসযজ্ঞ সৃষ্টি করা ইসলামে নিষিদ্ধ।

ইসলাম শুধু বিজয় চায় না; বরং ন্যায়ভিত্তিক ও নৈতিক বিজয় চায়। তাই মুসলিমদের আচরণ এমন হতে হবে যাতে মানুষের সামনে ইসলামের সৌন্দর্য প্রকাশ পায়।

৭. চুক্তি ও অঙ্গীকার রক্ষা করা

ইসলামে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যাদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি বা নিরাপত্তা চুক্তি রয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করা বৈধ নয়।

আল্লাহ বলেন:

"তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ কর; নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।" — সূরা আল-ইসরা: ৩৪

ইসলামের ইতিহাসে মুসলমানরা চুক্তি রক্ষার মাধ্যমে বিশ্ববাসীর আস্থা অর্জন করেছিল। তাই জিহাদের ক্ষেত্রেও চুক্তি ভঙ্গ করা বা প্রতারণা করা হারাম।

৮. মুসলিমদের কল্যাণ ও ক্ষতির দিক বিবেচনা করা

শরীয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি হলো—কল্যাণ অর্জন করা এবং ক্ষতি প্রতিরোধ করা। যদি কোনো পদক্ষেপ মুসলিমদের জন্য বড় ধরনের ধ্বংস, ফিতনা বা ক্ষতির কারণ হয়, তাহলে তা শরীয়তের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হয়ে যায়।

তাই জিহাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে এর সম্ভাব্য ফলাফল, সমাজের অবস্থা এবং মুসলিমদের নিরাপত্তা বিবেচনা করা জরুরি। ইসলাম কখনো আবেগপ্রসূত ও আত্মঘাতী সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে না।

৯. আত্মরক্ষা ও জুলুম প্রতিরোধের উদ্দেশ্য থাকা

জিহাদের উদ্দেশ্য মানুষের ওপর জোরপূর্বক কর্তৃত্ব চাপিয়ে দেওয়া নয়; বরং নির্যাতিতদের রক্ষা করা এবং অত্যাচারের অবসান ঘটানো। ইসলাম দুর্বল ও মজলুম মানুষের পাশে দাঁড়াতে শিক্ষা দেয়।

আল্লাহ বলেন:

"যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে, তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, কারণ তাদের ওপর জুলুম করা হয়েছে।" — সূরা আল-হজ্জ: ৩৯

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, ইসলামে যুদ্ধের অনুমতি মূলত আত্মরক্ষা ও জুলুম প্রতিরোধের জন্য দেওয়া হয়েছে।

১০. কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনার অনুসরণ

জিহাদের সব কার্যক্রম কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে পরিচালিত হতে হবে। ব্যক্তিগত আবেগ, রাজনৈতিক স্বার্থ বা চরমপন্থী চিন্তার ভিত্তিতে কোনো কাজ ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়।

রাসূল ﷺ ছিলেন জিহাদের সর্বোত্তম আদর্শ। তিনি যুদ্ধের সময়ও দয়া, ন্যায়বিচার ও মানবিকতার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তাই মুসলিমদের জন্য আবশ্যক হলো কুরআন ও সুন্নাহর সীমারেখার ভেতরে থেকে জিহাদের সকল বিষয় পরিচালনা করা তাই বোঝা যায়, ইসলাম জিহাদকে একটি সুশৃঙ্খল, ন্যায়ভিত্তিক ও দায়িত্বপূর্ণ ইবাদত হিসেবে উপস্থাপন করেছে। জিহাদের শরঈ শর্তগুলো মানার মাধ্যমেই এর প্রকৃত উদ্দেশ্য—ন্যায় প্রতিষ্ঠা, জুলুম প্রতিরোধ এবং মানবতার কল্যাণ—বাস্তবায়িত হয়। যদি এসব শর্ত উপেক্ষা করা হয়, তাহলে তা ফিতনা, বিশৃঙ্খলা ও অন্যায়ের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এজন্য প্রত্যেক মুসলিমের উচিত কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে জিহাদের সঠিক ধারণা গ্রহণ করা এবং শরীয়তের নির্ধারিত সীমারেখা মেনে

“অধ্যায়–১০” জিহাদের সিমারেখা ও নৈতিকতা :

ইসলামে জিহাদ একটি মহান ইবাদত ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলেও এর নির্দিষ্ট সীমারেখা ও নৈতিক বিধান রয়েছে। ইসলাম কখনো সীমাহীন যুদ্ধ, অন্যায় আগ্রাসন বা নিরপরাধ মানুষের ক্ষতি সমর্থন করে না। বরং জিহাদের মাধ্যমে ন্যায় প্রতিষ্ঠা, জুলুম প্রতিরোধ এবং মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। তাই কুরআন ও সুন্নাহ জিহাদের জন্য কিছু নৈতিক আদর্শ ও সীমারেখা নির্ধারণ করেছে, যাতে যুদ্ধের মধ্যেও মানবতা, দয়া ও ন্যায়বিচার বজায় থাকে। ইসলামের ইতিহাসে রাসূল ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম এই নৈতিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

জিহাদের কিছু সীমারেখা ও নৈতিকতা

১. অন্যায় আগ্রাসন নিষিদ্ধ

ইসলাম কখনো অন্যায়ভাবে কোনো জাতি, গোষ্ঠী বা মানুষের ওপর আক্রমণ করার অনুমতি দেয় না। জিহাদের উদ্দেশ্য দখলদারিত্ব, প্রতিশোধ বা পৃথিবীতে ভয় সৃষ্টি করা নয়; বরং অত্যাচার প্রতিহত করা এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা। যদি কোনো পক্ষ মুসলমানদের ওপর আক্রমণ না করে বা তাদের ধর্ম পালনে বাধা না দেয়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বৈধ নয়। ইসলাম যুদ্ধের ক্ষেত্রেও সীমালঙ্ঘনকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে।

আল্লাহ বলেন:

“তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর তাদের বিরুদ্ধে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে; কিন্তু সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।”

— সূরা আল-বাকারাহ: ১৯০

এই আয়াত প্রমাণ করে যে ইসলাম প্রতিশোধপরায়ণতা বা ধ্বংসযজ্ঞ নয়; বরং ন্যায়ভিত্তিক ও নিয়ন্ত্রিত যুদ্ধনীতির শিক্ষা দেয়।

২. নিরপরাধ মানুষ হত্যা নিষিদ্ধ

ইসলাম যুদ্ধের মধ্যেও মানবজীবনের মর্যাদাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। তাই নারী, শিশু, বৃদ্ধ, অসুস্থ, প্রতিবন্ধী, ধর্মীয় উপাসনায় নিয়োজিত ব্যক্তি এবং সাধারণ নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কারণ তারা যুদ্ধের সঙ্গে সরাসরি জড়িত নয়।

রাসূল ﷺ যুদ্ধের সময় সাহাবীদের নির্দেশ দিতেন যেন তারা নারী ও শিশুদের হত্যা না করে। একবার যুদ্ধক্ষেত্রে একজন নারীর মৃতদেহ দেখে তিনি অসন্তুষ্ট হন এবং

নিরপরাধ মানুষ হত্যাকে নিষেধ করেন। এর মাধ্যমে বোঝা যায়, ইসলাম যুদ্ধের মধ্যেও দয়া ও মানবিকতা বজায় রাখতে শিক্ষা দেয়।

ইসলামের এই নীতি আধুনিক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার নীতির সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৩. প্রতিশ্রুতি ও চুক্তি রক্ষা করা

ইসলাম চুক্তি ও অঙ্গীকার রক্ষাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হিসেবে গণ্য করে। যাদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি বা নিরাপত্তা চুক্তি রয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করা বা গোপনে আক্রমণ চালানো হারাম। মুসলমানদের জন্য সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততা অপরিহার্য গুণ।

আল্লাহ বলেন:

“তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ কর; নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।” — সূরা আল-ইসরা: ৩৪

রাসূল ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম কঠিন পরিস্থিতিতেও চুক্তি রক্ষা করেছেন। এর ফলে ইসলাম বিশ্ববাসীর কাছে ন্যায় ও বিশ্বস্ততার ধর্ম হিসেবে পরিচিত হয়েছে। তাই জিহাদের ক্ষেত্রেও প্রতারণা বা বিশ্বাসঘাতকতার কোনো স্থান নেই।

৪. লাশ বিকৃত ও নিষ্ঠুর আচরণ নিষিদ্ধ

ইসলাম জীবিত মানুষের মতো মৃত মানুষের মর্যাদাকেও সম্মান করে। তাই যুদ্ধের পর শত্রুর লাশ বিকৃত করা, অঙ্গহানি করা, মৃতদেহের অবমাননা করা বা নিষ্ঠুর আচরণ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

রাসূল ﷺ সাহাবীদের নির্দেশ দিতেন যেন তারা লাশ বিকৃত না করে এবং কারও প্রতি অমানবিক আচরণ না করে। কারণ ইসলাম প্রতিশোধের নামেও নিষ্ঠুরতাকে অনুমোদন দেয় না।

এতে বোঝা যায়, ইসলামের যুদ্ধনীতির ভিত্তি কেবল শক্তি নয়; বরং মানবিকতা ও নৈতিকতা।

৫. গাছপালা ও সম্পদের অযথা ধ্বংস নিষিদ্ধ

জিহাদের সময় অকারণে গাছপালা কাটা, ফসল নষ্ট করা, পশু হত্যা করা, ঘরবাড়ি ধ্বংস করা বা জনপদ পুড়িয়ে দেওয়া ইসলামে অপছন্দনীয়। কারণ ইসলামের লক্ষ্য ধ্বংস নয়; বরং শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা।

খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে সৈন্যদের নির্দেশ দেওয়া হতো যেন তারা ফলদ বৃক্ষ কেটে না ফেলে, কৃষিজমি নষ্ট না করে এবং অপ্রয়োজনীয় ধ্বংসযজ্ঞ সৃষ্টি না করে। এটি ইসলামের পরিবেশ সচেতনতা ও মানবকল্যাণমূলক শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

৬. আত্মরক্ষা ও জুলুম প্রতিরোধই মূল উদ্দেশ্য

ইসলামে জিহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো অত্যাচার প্রতিহত করা এবং নির্যাতিত মানুষের পাশে দাঁড়ানো। ইসলাম কখনো মানুষকে জোরপূর্বক ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করার অনুমতি দেয় না। বরং মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষা করাও ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ নীতি।

আল্লাহ বলেন:

"দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই।" — সূরা আল-বাকারাহ: ২৫৬

এই আয়াত প্রমাণ করে যে ইসলাম বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ধর্ম প্রচারের শিক্ষা দেয় না। জিহাদের উদ্দেশ্য হলো নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করা।

৭. ইসলামী চরিত্র ও আদব বজায় রাখা

জিহাদের সময়ও মুসলিমদের সত্যবাদিতা, ধৈর্য, দয়া, সংযম ও উত্তম চরিত্র বজায় রাখতে হবে। গালিগালাজ, অহংকার, প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা ও নিষ্ঠুর আচরণ ইসলামী নৈতিকতার পরিপন্থী।

রাসূল ﷺ যুদ্ধক্ষেত্রেও সর্বোত্তম চরিত্রের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি শত্রুদের প্রতিও দয়া ও ন্যায়বিচার প্রদর্শন করেছেন। এর মাধ্যমে বোঝা যায়, একজন মুসলিমের চরিত্র সব পরিস্থিতিতেই ইসলামের সৌন্দর্য প্রকাশ করবে।

৮. শান্তির সুযোগ গ্রহণ করা

ইসলামের মূল লক্ষ্য অযথা যুদ্ধ নয়; বরং শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা। তাই শত্রুপক্ষ যদি শান্তির প্রস্তাব দেয় এবং সংঘাত বন্ধ করতে আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহলে মুসলমানদেরও শান্তির দিকে অগ্রসর হতে বলা হয়েছে।

আল্লাহ বলেন:

"তারা যদি শান্তির দিকে ঝুঁকে পড়ে, তবে তুমিও শান্তির দিকে ঝুঁকে পড়।" — সূরা আল-আনফাল: ৬১

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, ইসলাম যুদ্ধকে শেষ উপায় হিসেবে গ্রহণ করে এবং সবসময় শান্তিপূর্ণ সমাধানকে প্রাধান্য দেয়।

৯. ব্যক্তিগত প্রতিশোধ নিষিদ্ধ

জিহাদ কখনো ব্যক্তিগত রাগ, গোত্রীয় অহংকার, জাতীয়তাবাদ বা প্রতিহিংসার জন্য হতে পারে না। একজন মুসলিমের উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর একমাত্র তার সন্তুষ্ট প্রতিষ্ঠা করা।

ইসলাম মানুষকে আবেগনির্ভর প্রতিশোধপরায়ণতা থেকে দূরে থাকতে শিক্ষা দেয়। কারণ প্রতিশোধের বশবর্তী হয়ে কাজ করলে মানুষ সহজেই সীমালঙ্ঘন ও অন্যায়ের মধ্যে পড়ে যেতে পারে। তাই জিহাদের ক্ষেত্রেও আত্মসংযম ও ন্যায়বিচার বজায় রাখা জরুরি।

১০. কুরআন ও সুন্নাহর সীমারেখা মেনে চলা

জিহাদের প্রতিটি বিষয় কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর নির্দেশনার আলোকে পরিচালিত হতে হবে। ব্যক্তিগত মতামত, রাজনৈতিক স্বার্থ, চরমপন্থা বা আবেগের ভিত্তিতে কোনো কাজ ইসলামে বৈধ নয়।

রাসূল ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম জিহাদের ক্ষেত্রে যে নৈতিকতা ও সীমারেখা অনুসরণ করেছেন, সেটিই মুসলিমদের জন্য আদর্শ। তাই জিহাদের নামে এমন কোনো কাজ করা যাবে না, যা ইসলামের ন্যায়, দয়া ও মানবতার শিক্ষার পরিপন্থী।

তাই বলা যায়, ইসলাম জিহাদকে কখনো ধ্বংস, সন্ত্রাস বা বিশৃঙ্খলার মাধ্যম হিসেবে উপস্থাপন করেনি; বরং এটিকে ন্যায়, মানবতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার

একটি দায়িত্বপূর্ণ ব্যবস্থা হিসেবে বর্ণনা করেছে। জিহাদের সীমারেখা ও নৈতিকতা মেনে চলার মাধ্যমেই ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্য প্রকাশ পায়। এসব নীতিমালা উপেক্ষা করলে জিহাদের মূল উদ্দেশ্য নষ্ট হয়ে যায় এবং সমাজে ফিতনা ও অরাজকতা সৃষ্টি হতে পারে। এজন্য প্রত্যেক মুসলিমের উচিত কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে জিহাদের সঠিক নৈতিকতা

অধ্যায়–১১:জিহাদ বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা ও তার প্রতিকার

বর্তমান যুগে "জিহাদ" শব্দটি নিয়ে মুসলিম ও অমুসলিম উভয় সমাজেই নানা ধরনের ভুল ধারণা ও বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়েছে। বিশেষ করে কিছু উগ্রপন্থী গোষ্ঠীর অপব্যাখ্যা, পশ্চিমা গণমাধ্যমের নেতিবাচক প্রচারণা এবং ইসলামের প্রকৃত জ্ঞান থেকে দূরে থাকার কারণে অনেক মানুষ মনে করে জিহাদ মানেই সন্ত্রাস, যুদ্ধ কিংবা রক্তপাত। অথচ ইসলামে জিহাদ একটি মহান, পবিত্র ও ব্যাপক অর্থবোধক ইবাদত, যার উদ্দেশ্য হলো সত্য প্রতিষ্ঠা, অন্যায় প্রতিরোধ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা। জিহাদের প্রকৃত শিক্ষা মানুষকে ন্যায়পরায়ণতা, ধৈর্য, আত্মসংযম ও মানবতার দিকে আহ্বান করে। কিন্তু অজ্ঞতা ও ভুল ব্যাখ্যার কারণে এর সৌন্দর্য অনেকাংশে আড়ালে চলে গেছে। তাই জিহাদ সম্পর্কে মানুষের ভ্রান্ত ধারণাগুলো দূর করা এবং কুরআন-সুন্নাহর আলোকে এর সঠিক ব্যাখ্যা তুলে ধরা বর্তমান সময়ের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

১. জিহাদ মানেই যুদ্ধ ও রক্তপাত — এই ভ্রান্ত ধারণা

বর্তমানে সবচেয়ে প্রচলিত ভুল ধারণা হলো, জিহাদ মানেই যুদ্ধ করা বা অস্ত্র হাতে নেওয়া। অনেক মানুষ মনে করে ইসলামে জিহাদ বলতে কেবল যুদ্ধকেই বোঝানো হয়েছে। এই ধারণা সম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ ও ভুল। কারণ ইসলামে জিহাদের অর্থ হলো আল্লাহর পথে সর্বোচ্চ চেষ্টা ও সংগ্রাম করা। এই সংগ্রাম কখনো নিজের নফসের বিরুদ্ধে, কখনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে, আবার কখনো জ্ঞান ও দাওয়াতের মাধ্যমেও হতে পারে।

একজন ছাত্রের জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা, একজন আলেমের সত্য প্রচার, একজন মুমিনের পাপ থেকে বেঁচে থাকার সংগ্রাম—এসবও জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। যুদ্ধ জিহাদের একটি অংশ হলেও পুরো জিহাদ নয়।

প্রতিকার:

মানুষকে কুরআন ও সহিহ হাদিসের আলোকে জিহাদের বিস্তৃত অর্থ শেখাতে হবে। ইসলামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মসজিদ ও গণমাধ্যমে জিহাদের প্রকৃত ধারণা প্রচার করতে হবে।

২. সন্ত্রাস ও নিরীহ মানুষ হত্যা করাই জিহাদ — এই ভুল ধারণা

কিছু চরমপন্থী গোষ্ঠী ইসলামের নাম ব্যবহার করে নিরপরাধ মানুষ হত্যা, আত্মঘাতী হামলা ও বিশৃঙ্খলাকে জিহাদ হিসেবে প্রচার করে। ফলে অনেক মানুষ ইসলামকে

সহিংস ধর্ম মনে করতে শুরু করেছে। অথচ ইসলাম নিরীহ মানুষ হত্যা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে।

রাসূল ﷺ যুদ্ধের সময়ও নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও সাধারণ মানুষকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। ইসলাম শান্তি, নিরাপত্তা ও মানবিকতার ধর্ম। তাই সন্ত্রাসবাদ কখনো জিহাদ হতে পারে না।

প্রতিকার:

উগ্রবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আলেম সমাজকে সোচ্চার হতে হবে। তরুণদের সঠিক ইসলামি শিক্ষা দিতে হবে এবং বোঝাতে হবে যে, ইসলাম অন্যায়ভাবে একটি প্রাণ হত্যা করাকেও মহাপাপ হিসেবে গণ্য করেছে।

৩. জিহাদ ঘোষণা করার অধিকার যে কারো আছে — এই ভ্রান্ত ধারণা

অনেকে মনে করে ব্যক্তি উদ্যোগে বা ছোট কোনো গোষ্ঠী নিজেরাই জিহাদ ঘোষণা করতে পারে। অথচ ইসলামে জিহাদের জন্য নির্দিষ্ট শরঈ নীতিমালা, যোগ্য নেতৃত্ব ও রাষ্ট্রীয় অনুমতির বিষয় রয়েছে।

আবেগের বশে বা ব্যক্তিগত রাগ থেকে সংঘাত সৃষ্টি করা কখনো জিহাদ নয়। ইসলামে শৃঙ্খলা, পরামর্শ ও দায়িত্বশীল নেতৃত্বের গুরুত্ব অনেক বেশি।

প্রতিকার:

জিহাদের শরঈ শর্তাবলি সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে হবে। আলেমদের তত্ত্বাবধান ছাড়া ধর্মীয় বিষয়ে চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হবে।

৪. জিহাদ শুধু পুরুষদের দায়িত্ব — এই ভুল ধারণা

কিছু মানুষ মনে করে জিহাদ শুধু পুরুষদের কাজ। অথচ ইসলামে নারীও বিভিন্নভাবে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারেন। একজন মা সন্তানের সঠিক দ্বীনি শিক্ষা দিয়ে, একজন নারী দাওয়াতি কাজের মাধ্যমে কিংবা সমাজ সংস্কারে ভূমিকা রেখে জিহাদের অংশ হতে পারেন।

ইসলামে প্রত্যেক মুসলিম নিজের অবস্থান থেকে দ্বীনের জন্য চেষ্টা করবে—এটাই মূল শিক্ষা।

প্রতিকার:

নারীদের ইসলামি জ্ঞান অর্জন ও সমাজ গঠনে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে এবং জিহাদের প্রকৃত বিস্তৃত ধারণা তুলে ধরতে হবে।

৫. জিহাদ মানেই কঠোরতা ও অসহিষ্ণুতা — এই ভ্রান্ত ধারণা

অনেকে মনে করে জিহাদ মানুষকে কঠোর ও সহিংস করে তোলে। কিন্তু ইসলামের জিহাদ মানুষকে ধৈর্যশীল, আত্মসংযমী ও ন্যায়পরায়ণ হতে শিক্ষা দেয়। রাসূল ﷺ ছিলেন সবচেয়ে দয়ালু ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী। তিনি কখনো প্রতিশোধপরায়ণতা বা জুলুমকে সমর্থন করেননি।

জিহাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ফিতনা দূর করা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা, মানুষের ওপর জুলুম করা নয়।

প্রতিকার:

রাসূল ﷺ–এর জীবনাদর্শ ও ইসলামের মানবিক শিক্ষা বেশি বেশি প্রচার করতে হবে। মানুষকে বুঝাতে হবে যে ইসলাম দয়া ও ন্যায়ের ধর্ম।

৬. আধুনিক যুগে জিহাদের প্রয়োজন নেই — এই ভুল ধারণা

কিছু মানুষ মনে করে বর্তমান যুগে জিহাদের কোনো প্রয়োজন নেই। অথচ আজও মানুষকে অন্যায়, অশ্লীলতা, দুর্নীতি ও ইসলামবিরোধী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়। সত্য কথা বলা, নৈতিকতা রক্ষা করা এবং ইসলামের শিক্ষা প্রচার করাও জিহাদের অন্তর্ভুক্ত।

বর্তমান যুগে কলম, জ্ঞান, দাওয়াত ও চরিত্র গঠনের মাধ্যমেও বড় জিহাদ করা সম্ভব।

প্রতিকার:

মানুষকে সময়োপযোগী জিহাদের ধারণা দিতে হবে এবং ইসলামের নৈতিক ও আত্মিক সংগ্রামের দিকগুলো তুলে ধরতে হবে।

৭. জিহাদ মানেই অমুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ — এই ভ্রান্ত ধারণা

অনেকে মনে করে ইসলাম সবসময় অমুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বলে। অথচ ইসলাম শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, ন্যায়বিচার ও মানবিক আচরণের শিক্ষা দেয়। যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে না এবং শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করে, তাদের সাথে উত্তম আচরণ করতে ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে।

জিহাদের উদ্দেশ্য কাউকে জোরপূর্বক মুসলমান বানানো নয়; বরং জুলুম প্রতিরোধ ও সত্য প্রতিষ্ঠা করা।

প্রতিকার:

ইসলামের সহনশীলতা, মানবিকতা ও ন্যায়বিচারের শিক্ষা মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে এবং আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি বৃদ্ধি করতে হবে।

৮. শুধু অস্ত্র দিয়েই জিহাদ করা যায় — এই ভুল ধারণা

অনেকে মনে করে অস্ত্র ছাড়া জিহাদ সম্ভব নয়। অথচ ইসলাম কলম, জ্ঞান, দাওয়াত, অর্থ ও চরিত্রের মাধ্যমেও জিহাদের কথা বলেছে। একজন শিক্ষক তার শিক্ষার মাধ্যমে, একজন লেখক সত্য প্রচারের মাধ্যমে এবং একজন দাঈ মানুষকে হেদায়েতের পথে আহ্বান করার মাধ্যমে জিহাদ করতে পারেন।

বর্তমান যুগে মিডিয়া, শিক্ষা ও সংস্কৃতির মাধ্যমেও ইসলামবিরোধী চিন্তার মোকাবিলা করা গুরুত্বপূর্ণ জিহাদ।

প্রতিকার:

তরুণদের জ্ঞানভিত্তিক ও গঠনমূলক জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করতে হবে এবং ইসলামি শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে।

৯. জিহাদ করলে দুনিয়ার আইন মানতে হয় না — এই ভ্রান্ত ধারণা

কিছু মানুষ মনে করে জিহাদের নামে রাষ্ট্রীয় আইন, সামাজিক শৃঙ্খলা বা মানুষের অধিকার লঙ্ঘন করা বৈধ। অথচ ইসলাম প্রতিশ্রুতি রক্ষা, চুক্তি পালন এবং সমাজে শান্তি বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছে।

জিহাদের নাম ব্যবহার করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা ইসলামের শিক্ষা নয়।

প্রতিকার:

মানুষকে ইসলামের আইন-শৃঙ্খলা ও সামাজিক দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সচেতন করতে হবে এবং বুঝাতে হবে যে ইসলাম কখনো অন্যায় ও বিশৃঙ্খলাকে সমর্থন করে না।

১০. জিহাদ শুধুই শারীরিক লড়াই — এই ভ্রান্ত ধারণা

অনেকে আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক সংগ্রামকে গুরুত্ব দেয় না। অথচ নিজের নফস, লোভ, রাগ ও পাপ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ জিহাদ।

একজন ব্যক্তি যখন হারাম কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখে, নিয়মিত ইবাদত করে এবং চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা করে—এটিও জিহাদের অন্তর্ভুক্ত।

প্রতিকার:

মানুষকে আত্মশুদ্ধি, তাকওয়া ও নৈতিক উন্নয়নের গুরুত্ব বোঝাতে হবে এবং ইসলামি আধ্যাত্মিক শিক্ষার চর্চা বাড়াতে হবে।

১১. জিহাদের মাধ্যমে জোরপূর্বক ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা যায় — এই ভ্রান্ত ধারণা

কিছু মানুষ মনে করে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমেই ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অথচ ইসলাম মানুষের হৃদয় জয় করার ধর্ম। কুরআনে স্পষ্ট বলা হয়েছে—"ধর্মের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই।"

রাসূল ﷺ দাওয়াত, উত্তম চরিত্র ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে মানুষের কাছে ইসলাম পৌঁছে দিয়েছেন।

প্রতিকার:

দাওয়াতি কাজ, সুন্দর আচরণ ও যুক্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে ইসলামের শিক্ষা প্রচার করতে হবে।

১২. জিহাদ শুধু অতীতের যুদ্ধের ইতিহাস — এই ভ্রান্ত ধারণা

কিছু মানুষ মনে করে জিহাদ কেবল সাহাবিদের যুগের বিষয়। কিন্তু আজও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সত্য কথা বলা, ইসলামের শিক্ষা রক্ষা করা এবং সমাজ সংস্কারের জন্য কাজ করা জিহাদের অংশ।

বর্তমান যুগে ইসলামি শিক্ষা, মিডিয়া, সাহিত্য ও সামাজিক কাজের মাধ্যমেও গুরুত্বপূর্ণ জিহাদ করা যায়।

প্রতিকার:

যুবসমাজকে ইতিবাচক ও গঠনমূলক কাজে সম্পৃক্ত করতে হবে এবং জিহাদের আধুনিক ও বাস্তবধর্মী ধারণা তুলে ধরতে হবে।

পরিশেষে বলা যায় জিহাদ ইসলামের একটি মহান, পবিত্র ও ভারসাম্যপূর্ণ বিধান, যার মূল উদ্দেশ্য হলো সত্য প্রতিষ্ঠা, অন্যায়ের প্রতিরোধ, মানবতার কল্যাণ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। কিন্তু দুঃখজনকভাবে অজ্ঞতা, অপব্যাখ্যা, উগ্রবাদ এবং ইসলামবিরোধী প্রচারণার কারণে জিহাদ সম্পর্কে সমাজে বহু ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে অনেক মানুষ জিহাদের প্রকৃত সৌন্দর্য ও উদ্দেশ্য বুঝতে ব্যর্থ হচ্ছে।

প্রকৃতপক্ষে জিহাদ কখনো সন্ত্রাস, বিশৃঙ্খলা, নিরপরাধ মানুষ হত্যা কিংবা জবরদস্তির নাম নয়; বরং এটি ন্যায়, ধৈর্য, আত্মসংযম, ত্যাগ ও সত্যের পথে সংগ্রামের শিক্ষা দেয়। একজন মুসলিম নিজের চরিত্র সংশোধন, সমাজ সংস্কার, দ্বীনের দাওয়াত এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার মাধ্যমেও জিহাদ করতে পারে।

তাই জিহাদ সম্পর্কে সঠিক ধারণা অর্জনের জন্য কুরআন ও সহিহ সুন্নাহর আলোকে জ্ঞান অর্জন করা অত্যন্ত জরুরি। পাশাপাশি আলেম সমাজ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও গণমাধ্যমকে জিহাদের প্রকৃত শিক্ষা মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে। সঠিক জ্ঞান ও সচেতনতাই পারে জিহাদ নিয়ে সকল বিভ্রান্তি দূর করতে এবং ইসলামের শান্তিপূর্ণ, মানবিক ও ন্যায়ভিত্তিক সৌন্দর্য বিশ্ববাসীর সামনে উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ করতে।

"অধ্যায়-১২" বর্তমান বিশ্বে জিহাদের সঠিক রুপরেখা:

বর্তমান বিশ্বে "জিহাদ" শব্দটি নানা অপব্যাখ্যা ও বিভ্রান্তির শিকার। কেউ জিহাদকে কেবল যুদ্ধের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে, আবার কেউ এর নামে উগ্রবাদ ও সহিংসতা ছড়ায়। অথচ ইসলামে জিহাদ হলো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সত্য, ন্যায়, মানবতা ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা। এটি ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত বিস্তৃত একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। তাই বর্তমান যুগে জিহাদের সঠিক রূপরেখা জানা অত্যন্ত জরুরি।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

"আর তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করো যেমন জিহাদ করা উচিত।"

— সূরা আল-হাজ্জ : ৭৮

১. আত্মশুদ্ধির জিহাদ

বর্তমান যুগে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিহাদ হলো নিজের নফস ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। গুনাহ, হারাম, অশ্লীলতা ও শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে নিজেকে রক্ষা করাই প্রকৃত মুমিনের প্রথম দায়িত্ব।

রাসূল ﷺ বলেছেন—

"প্রকৃত মুজাহিদ সে ব্যক্তি, যে আল্লাহর আনুগত্যে নিজের নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করে।"

— সুনানে তিরমিজি

আজকের ফিতনাময় যুগে ঈমান ও চরিত্র রক্ষা করাই বড় জিহাদ।

২. জ্ঞান অর্জনের জিহাদ

বর্তমানে মুসলিমদের অনেক সমস্যা অজ্ঞতার কারণে সৃষ্টি হচ্ছে। তাই কুরআন-সুন্নাহর বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জন করা এবং মানুষকে তা শিক্ষা দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ জিহাদ।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

"বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান?"

— সূরা আয-যুমার : ৯

ইসলামের সঠিক জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে বিভ্রান্তি দূর করা সম্ভব।

৩. দাওয়াহর জিহাদ

দাওয়াতের জিহাদ হলো মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করা, সত্য ও ন্যায়ের দিকে ডাক দেওয়া এবং ইসলাম সম্পর্কে সঠিক শিক্ষা পৌঁছে দেওয়ার সংগ্রাম। এটি কেবল কথার মাধ্যমে নয়; উত্তম চরিত্র, সুন্দর আচরণ, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মাধ্যমেও পরিচালিত হয়। একজন মুসলিম যখন মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করে এবং অন্যায় থেকে বিরত থাকতে উৎসাহ দেয়, তখন সে দাওয়াতের জিহাদে অংশ নেয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

"তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎকাজে নিষেধ করবে।"

— সূরা আলে ইমরান : ১০৪

দাওয়াতের জিহাদে ধৈর্য, নম্রতা ও প্রজ্ঞা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মানুষের হৃদয় জোর করে পরিবর্তন করা যায় না; বরং ভালোবাসা, যুক্তি ও উত্তম আচরণের মাধ্যমে তাদের কাছে সত্য পৌঁছে দিতে হয়। নবীগণও মানুষের কাছে এভাবেই আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিয়েছেন।

বর্তমান যুগে দাওয়াতের জিহাদ আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সমাজে নানা বিভ্রান্তি, অশ্লীলতা ও ইসলামবিরোধী চিন্তার মাঝে কুরআন-সুন্নাহর সঠিক বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া একজন মুমিনের বড় দায়িত্ব। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, বক্তৃতা, লেখা, শিক্ষা ও ব্যক্তিগত আচরণের মাধ্যমেও এই দাওয়াতের কাজ করা যায়।

তাই প্রত্যেক মুসলিমের উচিত জ্ঞান অর্জন করে সুন্দর পদ্ধতিতে মানুষকে সত্য ও কল্যাণের পথে আহ্বান করা। এটাই দাওয়াতের জিহাদের মূল উদ্দেশ্য।

৪. কলম ও মিডিয়ার জিহাদ

কলম ও মিডিয়ার জিহাদ বলতে বোঝায় জ্ঞান, লেখা, প্রকাশনা এবং আধুনিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে সত্য ও ন্যায়ের বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। এটি দাওয়াতেরই একটি শক্তিশালী মাধ্যম, যেখানে লেখক, সাংবাদিক, শিক্ষক, বক্তা ও কনটেন্ট নির্মাতারা সমাজে সঠিক চিন্তা ও ইসলামি মূল্যবোধ ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন।

কলমের মাধ্যমে সত্য লেখা, ভ্রান্ত ধারণা দূর করা এবং মানুষের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করা ইসলামের দৃষ্টিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। আল্লাহ তাআলা কুরআনে কলমের মর্যাদা উল্লেখ করেছেন—

“নূন। শপথ কলমের এবং যা তারা লিখে।”

— সূরা আল-কলম : ১

এটি প্রমাণ করে যে জ্ঞান, লেখা ও প্রকাশনার গুরুত্ব ইসলামে অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদার। বর্তমান যুগে মিডিয়া—যেমন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, সংবাদপত্র, ইউটিউব, ব্লগ—সবই মানুষের চিন্তা-চেতনা গঠনে বড় ভূমিকা রাখে। তাই এখানে সঠিক তথ্য, সুন্দর ভাষা এবং নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ইসলামি বার্তা পৌঁছে দেওয়া কলম ও মিডিয়ার জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। ভুল তথ্য, গুজব ও বিভ্রান্তি থেকে মানুষকে রক্ষা করাও এর একটি অংশ।

নবী করিম ﷺ বলেছেন—

“তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোনো মন্দ কাজ দেখবে, সে যেন তা পরিবর্তন করে দেয়...”

— সহিহ মুসলিম

এই হাদিসের আলোকে বোঝা যায়, অসত্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলা এবং সঠিক তথ্য প্রচার করা একজন মুমিনের দায়িত্ব।

তাই লেখালেখি হোক বা ডিজিটাল মিডিয়া—সব ক্ষেত্রে নিয়ত যদি হয় সত্য প্রতিষ্ঠা, মানুষকে উপকার করা এবং ইসলামি মূল্যবোধ ছড়িয়ে দেওয়া, তাহলে তা কলম ও মিডিয়ার জিহাদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

৫. অন্যায়ের বিরুদ্ধে জিহাদ

ইসলাম জুলুম ও অবিচারের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে শিক্ষা দেয়। সমাজে দুর্নীতি, শোষণ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সত্য কথা বলা একজন মুসলিমের দায়িত্ব।

রাসূল ﷺ বলেছেন—

“সর্বোত্তম জিহাদ হলো জালিম শাসকের সামনে সত্য কথা বলা।”

— সুনানে আবু দাউদ

এই হাদিস থেকে বোঝা যায়, সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামও জিহাদের অন্তর্ভুক্ত।

৬. ধৈর্য ও সবরের জিহাদ

বর্তমান বিশ্বে একজন দ্বীনদার মানুষের জন্য ঈমানের উপর অটল থাকা অনেক কঠিন। নানা কষ্ট, উপহাস ও পরীক্ষার মধ্যেও দ্বীনের উপর দৃঢ় থাকা বড় জিহাদ।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

“নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।”

— সূরা আল-বাকারাহ ১৫৩

৬.পরিবার সংশোধন করার মাধ্যমে জিহাদ

পরিবার সংশোধনের জিহাদ বলতে বোঝায় নিজের পরিবারকে সঠিক দ্বীনি পথে রাখা, তাদের চরিত্র ও বিশ্বাসকে ইসলামি আদর্শ অনুযায়ী গঠন করা এবং পরিবারের ভেতরে ন্যায়, ভালোবাসা ও নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা।

একজন মুমিনের প্রথম দায়িত্ব শুরু হয় নিজের ঘর থেকেই। কারণ পরিবারই সমাজের প্রথম ভিত্তি। যদি পরিবার ঠিক থাকে, তাহলে সমাজও ঠিক থাকে। তাই নিজের বাবা-মা, স্ত্রী-সন্তান, ভাই-বোন—সবাইকে আল্লাহর নির্দেশনা অনুযায়ী চলতে সাহায্য করা একটি বড় দায়িত্ব।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবারকে সেই আগুন থেকে রক্ষা করো...”

— সূরা আত-তাহরীম : ৬

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, পরিবারকে সঠিক পথে রাখা এবং গুনাহ থেকে বাঁচানো মুসলিমের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

পরিবার সংশোধনের জিহাদে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে—

~পরিবারকে ইসলামি শিক্ষা দেওয়া

~নামাজ, কুরআন ও নৈতিকতা শেখানো

~ভুল ও গুনাহের কাজ থেকে বিরত রাখা

~ধৈর্য ও ভালো আচরণের মাধ্যমে পরিবর্তন আনা

~পারিবারিক শান্তি ও ভালোবাসা বজায় রাখা

এই কাজে জোরজবরদস্তি নয়, বরং নরম ব্যবহার, দোয়া এবং সুন্দর উপদেশ সবচেয়ে বেশি কার্যকর। নবী করিম ﷺ তাঁর পরিবার ও সাহাবাদের সাথে এভাবেই আচরণ করতেন।

তাই বলা যায়, নিজের পরিবারকে ইসলামের পথে আনা, তাদের চরিত্র সংশোধন করা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হলো "পরিবার সংশোধনের জিহাদ"—যা একজন মুসলিমের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

৮. অর্থের মাধ্যমে জিহাদ

ইসলাম দ্বীনের জন্য সম্পদ ব্যয় করাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। গরিবদের সাহায্য করা, মসজিদ-মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা, দাওয়াহি কাসবও জিহাদের অংশ।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

"তোমরা আল্লাহর পথে তোমাদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে জিহাদ করো।"

— সূরা আত-তাওবা : ৪১

৯. মুসলিম ঐক্যের জিহাদ

বর্তমান বিশ্বে মুসলিম উম্মাহর সবচেয়ে বড় দুর্বলতাগুলোর একটি হলো বিভক্তি, হিংসা, দলাদলি ও পারস্পরিক বিরোধ। রাজনৈতিক মতপার্থক্য, মাযহাবি সংকীর্ণতা, ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং ক্ষমতার দ্বন্দ্বের কারণে মুসলিমরা আজ দুর্বল ও পিছিয়ে পড়েছে। অথচ ইসলাম মুসলিমদের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব, ভালোবাসা ও ঐক্যের শিক্ষা দিয়েছে। তাই বর্তমান যুগে মুসলিমদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ জিহাদ।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

"আর তোমরা সবাই আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।"

— সূরা আলে ইমরান : ১০৩

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের বিভক্তি থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ বিভক্ত জাতি কখনো শক্তিশালী হতে পারে না। ঐক্যই মুসলিম উম্মাহর শক্তি, সম্মান ও সফলতার মূল ভিত্তি।

বর্তমান সময়ে মুসলিমদের উচিত ছোটখাটো মতভেদ ও ব্যক্তিগত বিরোধ ভুলে গিয়ে ইসলামের বৃহত্তর স্বার্থে একসাথে কাজ করা। আকীদা ও শরীয়তের মৌলিক

বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করে ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখা এবং পারস্পরিক সহনশীলতা সৃষ্টি করা অত্যন্ত প্রয়োজন। মতের পার্থক্য থাকলেও একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ, অপমান ও শত্রুতা সৃষ্টি করা ইসলামের শিক্ষা নয়।

রাসূল ﷺ বলেছেন—

"মুমিনরা পরস্পরের জন্য একটি দালানের মতো, যার এক অংশ অন্য অংশকে শক্তিশালী করে।"

— সহিহ বুখারি

এই হাদিস মুসলিমদের পারস্পরিক সহযোগিতা ও ঐক্যের গুরুত্ব স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। একজন মুসলিম অন্য মুসলিমের দুঃখে পাশে দাঁড়াবে, বিপদে সাহায্য করবে এবং উম্মাহর কল্যাণে একযোগে কাজ করবে—এটাই ইসলামের শিক্ষা।

বর্তমান বিশ্বে ইসলামবিদ্বেষ, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও নৈতিক অবক্ষয়ের মোকাবিলায় মুসলিম ঐক্য অত্যন্ত জরুরি। কারণ মুসলিমরা যদি নিজেদের মধ্যেই বিভক্ত থাকে, তবে তারা কখনো শক্তিশালী উম্মাহ হিসেবে দাঁড়াতে পারবে না। তাই পারস্পরিক ভালোবাসা, সহানুভূতি, ক্ষমাশীলতা ও ভ্রাতৃত্বের পরিবেশ তৈরি করাও বর্তমান যুগের এক গুরুত্বপূর্ণ জিহাদ।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

"নিশ্চয়ই মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই।"

— সূরা আল-হুজুরাত : ১০

তাই মুসলিম উম্মাহর ঐক্য রক্ষা করা, বিভেদ কমানো এবং পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা বর্তমান যুগে দ্বীনের জন্য এক মহান জিহাদ।

১০. জিহাদের শরঈ সীমারেখা মেনে চলা

ইসলামে জিহাদের নির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। নিরপরাধ মানুষ হত্যা, সন্ত্রাস, বিশৃঙ্খলা ও সীমালঙ্ঘন কখনো ইসলামের শিক্ষা নয়।

আল্সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।"

— সূরা আল-বাকারা : ১৯০

তাই জিহাদের নামে উগ্রবাদ ছড়ানো ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার পরিপন্থী।

বর্তমান বিশ্বে জিহাদের সঠিক রূপরেখা হলো আত্মশুদ্ধি, জ্ঞানচর্চা, দাওয়াহ, সত্য প্রতিষ্ঠা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান, পরিবার ও সমাজ সংশোধন এবং মানবকল্যাণে

কাজ করা। ইসলামের জিহাদ কখনো বিশৃঙ্খলা বা উগ্রবাদের নাম নয়; বরং এটি ন্যায়, শান্তি ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মহান সংগ্রাম।

তাই প্রত্যেক মুসলিমের উচিত কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে জিহাদের প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করা এবং প্রজ্ঞা, তাকওয়া ও উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে দ্বীনের পথে অবিচল থাকা

"অধ্যায়–১৩" মুজাহিদের গুণাবলি ও দায়িত্ব

মুজাহিদপর গুণাবলি:

১)দৃঢ় ঈমান ও আল্লাহভীতি

একজন মুজাহিদের প্রথম গুণ হলো শক্ত ঈমান। সে সব কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করে এবং সর্বদা আল্লাহকে ভয় করে।

২) ধৈর্য ও সহনশীলতা

জিহাদের পথে নানা বাধা আসে। তাই তাকে ধৈর্যশীল হতে হয় এবং বিপদের সময়ও স্থির থাকতে হয়।

৩) আত্মনিয়ন্ত্রণ (নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম)

নিজের ইচ্ছা, রাগ, লোভ ও খারাপ প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা একজন মুজাহিদের গুরুত্বপূর্ণ গুণ।

৪) ন্যায়পরায়ণতা

সে কখনো অন্যায় করে না এবং সর্বদা ন্যায় ও ইনসাফের পথে থাকে।

৫) সততা ও আমানতদারিতা

মুজাহিদ কখনো মিথ্যা বলে না এবং দায়িত্বকে আমানত হিসেবে গ্রহণ করে।

৬) শৃঙ্খলা ও আনুগত্য

ইসলামী নির্দেশনা ও নেতৃত্বের প্রতি সে শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকে এবং নিয়ম মেনে চলে।

৭) ত্যাগ ও আত্মনিবেদন

দুনিয়াবি স্বার্থের চেয়ে দ্বীনের স্বার্থকে বেশি গুরুত্ব দেয় এবং প্রয়োজনে ত্যাগ স্বীকার করে।

মুজাহিদের দায়িত্ব

১) আল্লাহর বিধান মানা

তার প্রধান দায়িত্ব হলো কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা।

২) নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা

নিজের খারাপ অভ্যাস, পাপ ও অনৈতিকতা থেকে নিজেকে রক্ষা করা।

৩) ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা

সমাজে অন্যায় দেখলে তা প্রতিরোধ করা এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখা।

৪) দাওয়াত প্রদান করা

মানুষকে ভালো কাজের দিকে আহ্বান করা এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখা।

৫) সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা

অশান্তি, বিশৃঙ্খলা ও ফিতনা থেকে সমাজকে রক্ষা করা।

৬) ইসলামী নৈতিকতা রক্ষা করা

নিজের আচরণ ও চরিত্রের মাধ্যমে ইসলামের সুন্দর শিক্ষা মানুষের সামনে তুলে ধরা।

৭) ধৈর্য ও দায়িত্বশীলতা বজায় রাখা

সব পরিস্থিতিতে দায়িত্বশীল থেকে সঠিক পথে অটল থাকা।

“অধ্যায়–১৪” ইসলামে শহিদদের মর্যাদা

১) আল্লাহর কাছে জীবিত থাকা

আল্লাহ বলেন:

“তোমরা তাদেরকে মৃত মনে করো না, বরং তারা জীবিত।”

— (সূরা আল-বাকারা: ১৫৪)

ব্যাখ্যা:

শহিদদের মৃত্যু সাধারণ মৃত্যুর মতো নয়। আল্লাহ তাদেরকে বিশেষ জীবন দান করেন, যা গায়েবের বিষয়।

২) রিজিকপ্রাপ্ত অবস্থায় থাকা

আল্লাহ বলেন:

“তারা তাদের রবের নিকট জীবিত, রিজিকপ্রাপ্ত।”

— (সূরা আলে ইমরান: ১৬৯)

ব্যাখ্যা:

তারা আল্লাহর নিকট বিশেষ নিয়ামত ও রিজিক উপভোগ করেন।

৩) আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ

আয়াত:

“আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।”

— (সূরা আল-বাইয়্যিনাহ: ৮)

ব্যাখ্যা:

শহিদদের অন্যতম বড় মর্যাদা হলো আল্লাহর রেজা (সন্তুষ্টি) অর্জন।

৪) গুনাহ ক্ষমা

হাদিস:

রাসূল ﷺ বলেন, আল্লাহ শহিদদের গুনাহ ক্ষমা করে দেন। (সহিহ মুসলিম)

ব্যাখ্যা:

তাদের ত্যাগের কারণে আল্লাহ তাদের অনেক ভুল ক্ষমা করে দেন।

৫) জান্নাতে প্রবেশ

আয়াত:

“নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করেছেন।”

— (সূরা আত-তাওবা: ১১১)

ব্যাখ্যা:

শহিদদের জন্য জান্নাত একটি নিশ্চিত বড় পুরস্কার।

৬) সবুজ পাখির মতো জান্নাতে বিচরণ

হাদিস:

শহিদদের আত্মা জান্নাতে সবুজ পাখির মতো বিচরণ করে। (সহিহ মুসলিম)

ব্যাখ্যা:

এটি তাদের বিশেষ আনন্দ ও মর্যাদার প্রতীক।

৭) কিয়ামতের ভয় থেকে নিরাপত্তা

ব্যাখ্যা:

শহিদরা কিয়ামতের ভয় ও আতঙ্ক থেকে বিশেষ নিরাপত্তা লাভ করবেন।

৮) বিশেষ সম্মান ও উচ্চ মর্যাদা

হাদিস:

“আল্লাহর পথে জিহাদকারীকে আল্লাহ উচ্চ মর্যাদা দান করেন।” (বুখারি)

ব্যাখ্যা:

তাদের মর্যাদা সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক উঁচু।

৯) সুপারিশের সুযোগ (আল্লাহর অনুমতিতে)

আয়াত:

“তারা কেবল তাদের জন্য সুপারিশ করতে পারে যাদের জন্য আল্লাহ সন্তুষ্ট।”

— (সূরা আল-আম্বিয়া: ২৮)

ব্যাখ্যা:

আল্লাহ চাইলে শহিদদের বিশেষ সম্মান হিসেবে সুপারিশের সুযোগ দিতে পারেন।

১০) দুনিয়ায় চিরস্থায়ী সম্মান ও অনুপ্রেরণা

ব্যাখ্যা:

শহিদদের ত্যাগ দুনিয়াতে স্মরণীয় থাকে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ঈমান, সাহস ও ত্যাগের অনুপ্রেরণা হয়ে থাকে।

“অধ্যায়–১৫”

জিহাদ ত্যাগের পরিনিতি

ইসলামে "জিহাদ" একটি বিস্তৃত ও গভীর অর্থবোধক ধারণা, যার মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আত্মশুদ্ধি, ন্যায় প্রতিষ্ঠা, সত্যের পথে অটল থাকা এবং সমাজ থেকে অন্যায়-অবিচার দূর করা। এটি কেবল শারীরিক সংগ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দায়িত্বশীলতা ও নৈতিকতার সাথে সম্পর্কিত।

বর্তমান সময়ে অনেক মুসলিম সমাজে জিহাদের এই ব্যাপক ও নৈতিক চেতনা দুর্বল হয়ে পড়েছে। এর ফলে মানুষের মধ্যে দায়িত্ববোধ কমে যাচ্ছে এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতি গুরুত্ব হ্রাস পাচ্ছে। বিশেষ করে সমাজের দুর্বল শ্রেণি—নারী, শিশু এবং অসহায় মানুষ—তাদের অধিকার ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে অবহেলা ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছে।

ইসলাম নারী ও শিশুর অধিকারকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে এবং তাদের প্রতি দয়া, ন্যায় ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু যখন সমাজে নৈতিক দায়িত্ববোধ ও সত্যের পথে সংগ্রামের চেতনা দুর্বল হয়ে যায়, তখন এই শ্রেণিগুলো সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এই প্রেক্ষাপটে বলা যায়, জিহাদের প্রকৃত শিক্ষা ও দায়িত্ববোধ থেকে দূরে সরে যাওয়ার ফলে সমাজে নৈতিক অবক্ষয়, অন্যায় বৃদ্ধি এবং মানবিক দুর্বলতা স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। তাই জিহাদের সঠিক ধারণা, তার গুরুত্ব এবং তা থেকে দূরে সরে যাওয়ার সামাজিক প্রভাব বিশ্লেষণ করা বর্তমান সময়ে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

নিচে এর গুরুত্বপূর্ণ ক্ষতিগুলো ব্যাখ্যা করা হলো—

১) ঈমান দুর্বল হয়ে যাওয়া(জিহাদ ত্যাগের প্রভাব)

ঈমান হলো একজন মুসলমানের জীবনের মূল ভিত্তি। এটি শক্তিশালী থাকলে মানুষ আল্লাহর আদেশ মানতে আগ্রহী হয় এবং পাপ থেকে দূরে থাকে। কিন্তু যখন ঈমান দুর্বল হয়ে যায়, তখন মানুষের জীবন ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং বিভিন্ন ধরনের ক্ষতি দেখা দেয়।

প্রথমত, ঈমান দুর্বল হলে মানুষের অন্তরে আল্লাহভীতি কমে যায়। সে গুনাহকে ছোট মনে করতে শুরু করে এবং ধীরে ধীরে পাপ কাজ তার কাছে স্বাভাবিক হয়ে যায়। ফলে হারাম-হালালের পার্থক্য তার অনুভূতিতে কমে আসে।

দ্বিতীয়ত, ইবাদতের প্রতি অনীহা সৃষ্টি হয়। নামাজ, কুরআন তিলাওয়াত ও অন্যান্য ইবাদতে অলসতা দেখা দেয়। এতে আত্মিক শক্তি আরও কমে যায় এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্ক দুর্বল হয়ে পড়ে।

তৃতীয়ত, চরিত্র ও নৈতিকতার অবক্ষয় ঘটে। সত্য বলা, আমানত রক্ষা করা, ন্যায় আচরণ করা—এই গুণগুলো ধীরে ধীরে কমে যায়। ফলে ব্যক্তি জীবনে অসততা ও স্বার্থপরতা বৃদ্ধি পায়।

চতুর্থত, মানসিক শান্তি নষ্ট হয়ে যায়। ঈমান দুর্বল হলে মানুষের অন্তরে অস্থিরতা, দুশ্চিন্তা ও হতাশা তৈরি হয়। জীবনের উদ্দেশ্য হারিয়ে ফেলে সে দিশাহীন হয়ে পড়ে। সবশেষে, ঈমান দুর্বল হওয়ার ফলে আখিরাতের প্রতি উদাসীনতা তৈরি হয়। মৃত্যুর পরের জীবন ও জবাবদিহির ভয় কমে যায়, যা মানুষকে আরও বেশি পাপের দিকে ঠেলে দেয়

২) গুনাহ ও পাপাচারের বিস্তার(জিহাদ ত্যাগের প্রভাব)

ইসলামে জিহাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম—অর্থাৎ নিজের প্রবৃত্তি, খারাপ ইচ্ছা ও শয়তানের প্ররোচনা থেকে নিজেকে রক্ষা করা। যখন একজন মুসলমান এই আত্মিক সংগ্রাম ও দায়িত্ববোধ থেকে দূরে সরে যায়, তখন তার ভিতরে নিয়ন্ত্রণ শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। এই দুর্বলতার ফলেই সমাজ ও ব্যক্তিজীবনে গুনাহ ও পাপাচারের বিস্তার ঘটে।

প্রথমত, নফসের নিয়ন্ত্রণ কমে গেলে মানুষ নিজের ইচ্ছার অনুসরণ করতে শুরু করে। তখন ছোট ছোট গুনাহ যেমন মিথ্যা বলা, গিবত করা, প্রতারণা করা ইত্যাদি স্বাভাবিক মনে হতে থাকে। ধীরে ধীরে এসব কাজের প্রতি অনুশোচনা কমে যায়, ফলে গুনাহ বারবার ঘটতে থাকে।

দ্বিতীয়ত, হারাম ও হালালের পার্থক্য উপেক্ষিত হতে থাকে। ঈমানি সচেতনতা কমে গেলে মানুষ দুনিয়ার লাভ-লোকসানকে বেশি গুরুত্ব দেয়। ফলে অনেকে সুদ, অন্যায় উপার্জন, অবৈধ সম্পর্ক বা অন্যের অধিকার নষ্ট করার মতো কাজের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

তৃতীয়ত, গুনাহ যখন সমাজে ব্যাপক হয়, তখন তা আর ব্যক্তিগত থাকে না; বরং সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়। খারাপ কাজ স্বাভাবিক হয়ে গেলে নতুন প্রজন্মও সেই পরিবেশে বড় হয় এবং পাপকে সাধারণ বিষয় হিসেবে গ্রহণ করতে শুরু করে।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

“মানুষের কৃতকর্মের কারণে স্থল ও সমুদ্রে বিপর্যয় প্রকাশ পেয়েছে।”

— (সূরা আর-রূম: ৪১)

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, মানুষের পাপাচার সমাজে অশান্তি ও বিপর্যয় ডেকে আনে।

সারসংক্ষেপে বলা যায়, জিহাদের সঠিক চেতনা (আত্মসংযম, নৈতিক সংগ্রাম ও আল্লাহভীতি) দুর্বল হয়ে গেলে মানুষের মধ্যে গুনাহের প্রতি ভয় কমে যায় এবং পাপাচার ধীরে ধীরে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে বিস্তার লাভ করে।

৩) ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার অভাব(জিহাদ ত্যাগের প্রভাব)

ইসলামে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা একটি মৌলিক দায়িত্ব। জিহাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো এবং সমাজে ইনসাফ কায়েম করা। যখন মুসলমানরা এই দায়িত্ববোধ ও সংগ্রামের চেতনা থেকে দূরে সরে যায়, তখন ধীরে ধীরে সমাজে ন্যায়বিচার দুর্বল হয়ে পড়ে এবং অন্যায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ পায়।

প্রথমত, ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য যে সাহস ও দায়িত্ববোধ প্রয়োজন, তা কমে গেলে মানুষ জুলুমের বিরুদ্ধে কথা বলতে ভয় পায় বা নীরব থাকে। ফলে শক্তিশালীরা দুর্বলদের অধিকার সহজেই ক্ষুণ্ন করতে পারে। এতে সমাজে এক ধরনের ভারসাম্যহীনতা তৈরি হয়।

দ্বিতীয়ত, যখন ন্যায়বোধ দুর্বল হয়, তখন ব্যক্তিস্বার্থ প্রাধান্য পায়। মানুষ সত্য ও ইনসাফের পরিবর্তে নিজের লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়। এর ফলে বিচারব্যবস্থা ও সামাজিক সম্পর্কেও পক্ষপাতিত্ব দেখা দেয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকো, আল্লাহর জন্য সাক্ষ্য দাও, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বা পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে যায়।”

— (সূরা আন-নিসা: ১৩৫)

এই আয়াত থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, ইসলামে ন্যায়বিচার কোনো আবেগ বা স্বার্থের উপর নির্ভর করে না; বরং এটি একটি ঈমানি দায়িত্ব।

তৃতীয়ত, ন্যায়বিচার দুর্বল হলে সমাজে ধীরে ধীরে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও অবিচার বৃদ্ধি পায়। বিচারব্যবস্থা প্রভাবিত হয়ে পড়ে এবং সাধারণ মানুষ তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

সারসংক্ষেপে বলা যায়, জিহাদের সঠিক চেতনা থেকে দূরে সরে গেলে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে, যার ফলে সমাজে অন্যায়, জুলুম ও বৈষম্য বৃদ্ধি পায়।

৪) সমাজে বিশৃঙ্খলা ও অপরাধ

বৃদ্ধি(জিহাদ ত্যাগের প্রভাব)

ইসলামে জিহাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সমাজে ন্যায়, শৃঙ্খলা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা এবং অন্যায়-অপরাধ প্রতিরোধ করা। যখন মুসলমানরা এই দায়িত্ববোধ ও নৈতিক সংগ্রাম থেকে দূরে সরে যায়, তখন সমাজে ধীরে ধীরে শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ে এবং বিশৃঙ্খলা ও অপরাধ বৃদ্ধি পায়।

প্রথমত, নৈতিকতা ও আত্মসংযম দুর্বল হয়ে গেলে মানুষ ব্যক্তিগত স্বার্থ ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে শুরু করে। তখন চুরি, প্রতারণা, হিংসা, জুলুম ও বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পায়। সমাজে আইন ও নৈতিকতার প্রতি সম্মান কমে যায়।

দ্বিতীয়ত, যখন মানুষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় না, তখন অপরাধীরা সাহস পেয়ে যায়। ফলে অপরাধ ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সাধারণ মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

“তোমরা পৃথিবীতে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করো না।”

— (সূরা আল-বাকারা: ১১)

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, ইসলাম সমাজে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে এবং শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছে।

তৃতীয়ত, সামাজিক দায়িত্ববোধ কমে গেলে পারস্পরিক বিশ্বাস ও সহযোগিতা হ্রাস পায়। মানুষ একে অপরের প্রতি সন্দেহপ্রবণ হয়ে পড়ে, যার ফলে সমাজে অস্থিরতা ও বিভাজন সৃষ্টি হয়।

সারসংক্ষেপে বলা যায়, জিহাদের সঠিক চেতনা দুর্বল হয়ে গেলে সমাজে নৈতিক নিয়ন্ত্রণ ভেঙে পড়ে এবং অপরাধ, বিশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তাহীনতা বৃদ্ধি পায়, যা একটি সমাজের স্থিতিশীলতার জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।

৫) দাওয়াত ও ভালো কাজের প্রচার কমে যাওয়া(জিহাদ ত্যাগের প্রভাব)

ইসলামে জিহাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করা (দাওয়াত) এবং সমাজে ভালো কাজের প্রচার ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখা। এটি একটি দায়িত্বশীল ও ধারাবাহিক চেতনা, যার মাধ্যমে সমাজে নৈতিকতা ও সত্য

প্রতিষ্ঠিত হয়। যখন মুসলমানরা এই দায়িত্ব ও সংগ্রামের চেতনা থেকে দূরে সরে যায়, তখন দাওয়াতি কার্যক্রম ও ভালো কাজের প্রচার ধীরে ধীরে কমে যায়।

প্রথমত, মানুষ যখন আত্মিক দায়িত্ববোধ হারিয়ে ফেলে, তখন অন্যকে সঠিক পথে আহ্বান করার আগ্রহও কমে যায়। অনেকেই ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং সমাজের নৈতিক অবস্থা নিয়ে চিন্তা করা কমিয়ে দেয়। ফলে সত্য ও ভালো কাজের প্রচার সীমিত হয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত, দাওয়াত কমে গেলে সমাজে ভুল ধারণা, কুসংস্কার এবং অনৈতিক চিন্তা দ্রুত বিস্তার লাভ করে। কারণ সঠিক জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা মানুষের কাছে পৌঁছায় না। এতে সমাজ ধীরে ধীরে সত্য থেকে দূরে সরে যায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

“তোমরা সেই শ্রেষ্ঠ জাতি, যাদের বের করা হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য—তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করো।”

— (সূরা আলে ইমরান: ১১০)

এই আয়াত থেকে স্পষ্ট হয় যে, মুসলমানদের অন্যতম দায়িত্ব হলো সমাজে ভালো কাজের প্রচার ও খারাপ কাজ প্রতিরোধ করা।

তৃতীয়ত, দাওয়াত ও ভালো কাজের প্রচার কমে গেলে সমাজে নৈতিক নেতৃত্ব দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে অসৎ ও ভুল পথে পরিচালিত চিন্তাধারা শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং ভালো মূল্যবোধ চাপা পড়ে যায়।

সারসংক্ষেপে বলা যায়, জিহাদের সঠিক চেতনা দুর্বল হয়ে গেলে দাওয়াত ও ভালো কাজের প্রচার কমে যায়, যার ফলে সমাজে সত্য, ন্যায় ও নৈতিকতার প্রভাব হ্রাস পায়।

৬) নেতৃত্বে অযোগ্যতার প্রভাব

ইসলামে নেতৃত্ব একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমানত। একজন নেতা কেবল শাসক নন, বরং তিনি সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা, মানুষের অধিকার রক্ষা এবং ভালো-খারাপের ভারসাম্য বজায় রাখার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন। জিহাদের সঠিক চেতনা—অর্থাৎ ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, দায়িত্ববোধ এবং আল্লাহভীতি—যখন সমাজে দুর্বল হয়ে যায়, তখন নেতৃত্ব ব্যবস্থাতেও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

প্রথমত, দায়িত্ববোধ ও নৈতিকতার চর্চা কমে গেলে নেতৃত্বে অযোগ্য ও স্বার্থপর ব্যক্তিদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। তারা ব্যক্তিস্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয় এবং জনগণের কল্যাণকে উপেক্ষা করে। এতে শাসনব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয়ত, যোগ্য ও ন্যায়পরায়ণ মানুষরা যখন দায়িত্ব নেওয়া থেকে পিছিয়ে যায়, তখন সমাজে সঠিক নেতৃত্বের সংকট তৈরি হয়। ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে দুর্বলতা, পক্ষপাতিত্ব এবং অবিচার বৃদ্ধি পায়।

রাসূল ﷺ বলেছেন:

"যখন আমানত নষ্ট করা হবে, তখন কিয়ামতের অপেক্ষা করো।" সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, আমানত কীভাবে নষ্ট হবে? তিনি বললেন: "যখন অযোগ্য লোকদের দায়িত্ব দেওয়া হবে।"

— (সহিহ বুখারি)

এই হাদিস থেকে বোঝা যায়, অযোগ্য নেতৃত্ব সমাজের অবক্ষয়ের একটি বড় কারণ।

তৃতীয়ত, অযোগ্য নেতৃত্বের ফলে প্রশাসনিক দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা এবং জনঅসন্তোষ বৃদ্ধি পায়। সাধারণ মানুষ তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় এবং সমাজে আস্থার সংকট তৈরি হয়।

সারসংক্ষেপে বলা যায়, জিহাদের সঠিক চেতনা দুর্বল হয়ে গেলে নেতৃত্বে অযোগ্যতার প্রভাব বৃদ্ধি পায়, যা একটি সমাজের ন্যায়, শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতার জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।

৭) মুসলিম উম্মাহর ঐক্য দুর্বল হওয়া(জিহাদ ত্যাগের প্রভাব)

ইসলামে উম্মাহর ঐক্য একটি মৌলিক শক্তি। জিহাদের সঠিক চেতনা—অর্থাৎ ন্যায় প্রতিষ্ঠা, দায়িত্ববোধ, আত্মত্যাগ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একত্রে কাজ করার মানসিকতা—মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য গড়ে তোলে। যখন এই চেতনা দুর্বল হয়ে যায়, তখন মুসলিম সমাজে পারস্পরিক সম্পর্কেও দুর্বলতা দেখা দেয় এবং উম্মাহর ঐক্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

প্রথমত, দায়িত্ববোধ ও নৈতিক সংগ্রাম কমে গেলে ব্যক্তিস্বার্থ প্রাধান্য পায়। তখন জাতিগত ও দলগত বিভেদ বৃদ্ধি পায় এবং মুসলমানরা একে অপরের সহায়তা করার পরিবর্তে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এতে উম্মাহর সামগ্রিক শক্তি দুর্বল হয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত, জ্ঞান, আদর্শ ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার বিষয়ে একতার অভাব তৈরি হয়। ফলে বিভিন্ন মতভেদ ও বিভ্রান্তি সমাজে ছড়িয়ে পড়ে এবং মুসলমানদের মধ্যে আস্থা ও ভ্রাতৃত্ব কমে যায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

"তোমরা সবাই আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো এবং বিভক্ত হয়ো না।"

— (সূরা আলে ইমরান: ১০৩)

এই আয়াত থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, মুসলমানদের মূল শক্তি হলো ঐক্য এবং বিভক্তি থেকে দূরে থাকা।

তৃতীয়ত, ঐক্য দুর্বল হলে মুসলিম সমাজে বাইরের প্রভাব ও চাপ বৃদ্ধি পায়। শত্রুপক্ষ সুযোগ পেয়ে মুসলমানদের দুর্বলতার সুযোগ নেয়, ফলে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে ক্ষতি বৃদ্ধি পায়।

সারসংক্ষেপে বলা যায়, জিহাদের সঠিক চেতনা দুর্বল হয়ে গেলে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ঐক্য নষ্ট হয়, বিভক্তি বৃদ্ধি পায় এবং সামগ্রিক শক্তি ও স্থিতিশীলতা দুর্বল হয়ে পড়ে।

৮) নারী ও শিশুদের অধিকার হ্রাস পাওয়া(জিহাদ ত্যাগের প্রভাব)

ইসলামে নারী ও শিশুর অধিকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সংরক্ষিত। ন্যায় প্রতিষ্ঠা, দায়িত্ববোধ, এবং সমাজে অন্যায় প্রতিরোধের যে চেতনা (জিহাদের ব্যাপক অর্থে) ইসলামে নির্দেশিত, তা যখন দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন সমাজের দুর্বল শ্রেণি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়—বিশেষ করে নারী ও শিশু।

প্রথমত, ন্যায়বোধ ও দায়িত্বশীলতা কমে গেলে সমাজে দুর্বলদের অধিকার রক্ষার মানসিকতা হ্রাস পায়। ফলে নারী ও শিশুরা পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে অবহেলার শিকার হয়। তাদের শিক্ষা, নিরাপত্তা ও মৌলিক অধিকার অনেক ক্ষেত্রে উপেক্ষিত হয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত, নৈতিক নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হলে কিছু মানুষ অন্যের অধিকার লঙ্ঘনে সাহসী হয়ে ওঠে। এতে শিশু নির্যাতন, নারীর প্রতি বৈষম্য এবং নিরাপত্তাহীনতার মতো সমস্যা বৃদ্ধি পায়। সমাজে ইনসাফ ও দয়া কমে গেলে এই দুর্বল শ্রেণি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

"তোমরা ন্যায়ের সাথে দাঁড়াও, আল্লাহর জন্য সাক্ষ্য দাও, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বা পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে যায়।"

— (সূরা আন-নিসা: ১৩৫)

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, ইসলামে ন্যায়বিচার এমনকি নিকটজনের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য, যা নারী ও শিশুর অধিকার রক্ষার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

তৃতীয়ত, সমাজে দাওয়াত, নৈতিক শিক্ষা ও দায়িত্ববোধ কমে গেলে পরিবার কাঠামো দুর্বল হয়ে পড়ে। এর ফলে শিশুদের সঠিক শিক্ষা ও আদর্শ গঠনে ঘাটতি দেখা দেয় এবং নারীদের সামাজিক নিরাপত্তাও হ্রাস পায়।

সারসংক্ষেপে বলা যায়, জিহাদের সঠিক চেতনা দুর্বল হয়ে গেলে সমাজে ন্যায়বিচার ও দায়িত্ববোধ কমে যায়, যার ফলে নারী ও শিশুদের অধিকার হ্রাস পায় এবং তারা বেশি ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় পড়ে।

৯) মানসিক অস্থিরতা ও উদ্দেশ্যহীন জীবন(জিহাদ ত্যাগের প্রভাব)

ইসলামে মানুষের জীবন কেবল ভোগ-বিলাস বা দুনিয়াবি অর্জনের জন্য নয়; বরং আল্লাহর ইবাদত, নৈতিক উন্নতি এবং দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে একটি অর্থপূর্ণ জীবন গঠনের জন্য। জিহাদের ব্যাপক অর্থ—অর্থাৎ নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, আল্লাহর পথে চেষ্টা এবং ন্যায় ও সত্যের পথে অটল থাকা—মানুষের জীবনে একটি সুস্পষ্ট লক্ষ্য ও দিকনির্দেশনা তৈরি করে। যখন এই চেতনা দুর্বল হয়ে যায়, তখন মানুষের জীবনে মানসিক অস্থিরতা ও উদ্দেশ্যহীনতা দেখা দেয়।

প্রথমত, আল্লাহর পথে সংগ্রাম ও দায়িত্ববোধ না থাকলে মানুষের জীবনের লক্ষ্য অস্পষ্ট হয়ে যায়। তখন সে কেবল দুনিয়াবি লাভ-লোকসানের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে, যার ফলে জীবনের গভীর অর্থ ও উদ্দেশ্য হারিয়ে যায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

“আমি জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি কেবল আমার ইবাদতের জন্য।”

— (সূরা আয-যারিয়াত: ৫৬)

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, মানুষের জীবনের মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা।

দ্বিতীয়ত, ঈমানি শক্তি ও নৈতিক সংগ্রাম দুর্বল হলে মানুষের অন্তরে এক ধরনের শূন্যতা সৃষ্টি হয়। সে বাহ্যিকভাবে সুখ খুঁজলেও অন্তরে শান্তি পায় না। এতে দুশ্চিন্তা, হতাশা এবং মানসিক চাপ বৃদ্ধি পায়।

তৃতীয়ত, দায়িত্বহীন জীবনধারা মানুষকে দিশাহীন করে তোলে। যখন কোনো স্থায়ী লক্ষ্য ও আদর্শ থাকে না, তখন সিদ্ধান্তহীনতা ও অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়, যা ব্যক্তিগত জীবনকে প্রভাবিত করে।

সারসংক্ষেপে বলা যায়, জিহাদের সঠিক চেতনা থেকে দূরে সরে গেলে মানুষের জীবনে উদ্দেশ্যহীনতা সৃষ্টি হয় এবং মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়, যা তার আত্মিক ও সামাজিক জীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

১০) আখিরাতে জবাবদিহির ঝুঁকি(জিহাদ ত্যাগের প্রভাব)

ইসলামে আখিরাতের জবাবদিহিতা একটি মৌলিক বিশ্বাস। প্রতিটি মানুষকে তার জীবন, কাজ, দায়িত্ব ও আমল সম্পর্কে আল্লাহর সামনে হিসাব দিতে হবে। জিহাদের ব্যাপক অর্থ—অর্থাৎ আল্লাহর পথে চেষ্টা, নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, ন্যায় প্রতিষ্ঠা এবং দায়িত্ব পালন—মানুষকে এই জবাবদিহিতার জন্য সচেতন করে তোলে। কিন্তু যখন এই চেতনা দুর্বল হয়ে যায়, তখন মানুষের মধ্যে আখিরাতের ভয় ও সচেতনতা কমে যায়।

প্রথমত, দায়িত্ববোধ ও আত্মিক সংগ্রাম কমে গেলে মানুষ দুনিয়াকেই চূড়ান্ত লক্ষ্য মনে করতে শুরু করে। তখন সে মনে করে যে, তার কাজের কোনো স্থায়ী হিসাব হবে না। এই চিন্তা ধীরে ধীরে তাকে অবহেলা ও গাফিলতির দিকে নিয়ে যায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

“যে অণু পরিমাণ ভালো কাজ করবে, সে তা দেখবে; আর যে অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে, সে তাও দেখবে।”

— (সূরা যিলযাল: ৭–৮)

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, মানুষের প্রতিটি কাজের সূক্ষ্ম হিসাব আখিরাতে উপস্থিত হবে।

দ্বিতীয়ত, আখিরাতের ভয় কমে গেলে মানুষ গুনাহকে সহজভাবে নিতে শুরু করে। এতে নৈতিক নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হয় এবং পাপ কাজের প্রতি অনুশোচনা কমে যায়।

তৃতীয়ত, যখন জবাবদিহিতার অনুভূতি কমে যায়, তখন দায়িত্ব পালনে শিথিলতা দেখা দেয়। মানুষ নিজের দায়িত্বকে গুরুত্ব না দিয়ে অবহেলা করে, যার ফলে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সারসংক্ষেপে বলা যায়, জিহাদের সঠিক চেতনা দুর্বল হয়ে গেলে আখিরাতের জবাবদিহিতার ভয় কমে যায়, ফলে মানুষ গাফিলতি, অবহেলা এবং নৈতিক দুর্বলতার দিকে ধাবিত হয়।

উপসংহার

“আর যারা আমাদের পথে সংগ্রাম করে, আমরা অবশ্যই তাদেরকে আমাদের পথ দেখাবো; নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সাথে আছেন।”

— (সূরা আল-আনকাবূত: ৬৯)

ইসলামে জিহাদ একটি অত্যন্ত বিস্তৃত ও গভীর অর্থবোধক ধারণা, যা শুধু যুদ্ধ বা সংঘর্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি মানুষের আত্মশুদ্ধি, নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, ন্যায় প্রতিষ্ঠা, দাওয়াত এবং সমাজে সঠিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা। এই গবেষণায় বিষয়টির শাব্দিক ও বাস্তব অর্থ থেকে শুরু করে এর বিভিন্ন দিক, সীমারেখা এবং বর্তমান বাস্তবতায় এর প্রয়োগ নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়েছে যে, জিহাদ ও কিতালের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে এবং ইসলাম কখনোই অযথা সহিংসতা সমর্থন করে না; বরং প্রতিটি ক্ষেত্রে ন্যায়, শৃঙ্খলা ও নৈতিকতার নির্দেশ দিয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাস থেকেও দেখা যায়, জিহাদ ছিল একটি আদর্শ সমাজ গঠনের অংশ, যেখানে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের কল্যাণই লক্ষ্য ছিল।

একইভাবে ব্যক্তিগত জীবনে জিহাদ মানুষের চরিত্র গঠন, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও ঈমানি শক্তি বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে এটি ন্যায়বিচার, দায়িত্বশীলতা ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। কুরআন ও হাদিসেও এর গুরুত্ব ও ফজিলত স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তবে সাথে সাথে এর জন্য নির্ধারিত শর্ত ও নৈতিক সীমারেখাও নির্ধারণ করা হয়েছে, যাতে কোনো ধরনের বাড়াবাড়ি বা অন্যায় না ঘটে। অন্যদিকে, যখন জিহাদের সঠিক ও ব্যাপক চেতনা সমাজে দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন মানুষের মধ্যে দায়িত্ববোধ কমে যায়, ন্যায়বিচার দুর্বল হয়, সামাজিক বিশৃঙ্খলা বাড়ে এবং দাওয়াত ও ভালো কাজের প্রচারও কমে যায়। এর প্রভাব ব্যক্তি জীবনেও পড়ে—

ঈমান দুর্বল হয়ে যায়, মানসিক অস্থিরতা তৈরি হয় এবং জীবনের উদ্দেশ্য অনেক সময় হারিয়ে যায়। সমাজের দুর্বল শ্রেণি, যেমন নারী ও শিশু, তখন সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সব মিলিয়ে বলা যায়, জিহাদের সঠিক ধারণা একটি ভারসাম্যপূর্ণ, ন্যায়ভিত্তিক ও মানবিক সমাজ গঠনের মূল ভিত্তি। এর প্রকৃত শিক্ষা যদি ব্যক্তি ও সমাজে বাস্তবায়িত হয়, তাহলে তা কেবল ধর্মীয় দিক থেকেই নয়, বরং সামাজিক শান্তি ও নৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই জিহাদের সঠিক উপলব্ধি ও প্রয়োগ আজকের সময়ে বিশেষভাবে প্রয়োজন।